গোপাল

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

আনুমানিক ৭৫০—৭৭০ খৃষ্টাব্দ

বৈদ্যনাথ ঘোষ

পরিবেশক
রেণুকা বুক সাপ্লাই
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ □

পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৬১ (৮ই মে, ১৯৫৪)

গ্রন্থস্বত্ব □

বৈদ্যনাথ ঘোষ

এ-১/৮ ঈশ্বরচন্দ্র নিবাস

কলিকাতা-৭০০০৫৪

প্রকাশক □

অমূল্যচরণ জানা

৫/১/১সি দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট (শঙ্কর ছাত্রনিবাস)

কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর □

গৌরী জানা

কে. পি. প্রিন্টার্স

২বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিচিতি

"বাঙ্গালী জাতি যে বিজ্ঞতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দেশের প্রধান নেতাগণ স্থির করিলেন যে, পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করিবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন। মহান স্বার্থত্যাগ ও ঐক্যের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে উন্নতি ও গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্তও বাংলার ইতিহাসে আর নাই। ১৮৬৭ অব্দে জাপানে যে গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল কার্য, কারণ ও পরিণাম বিবেচনা করিলে তাহার সহিত সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে গোপালের রাজপদে নির্বাচনের তুলনা করা যাইতে পারে।"—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার (বাংলা দেশের ইতিহাস)

আচার্য সুকুমার সেন বলেন—"গোপাল বারেন্দ্রভূমির বৈষ্ণব বংশীয়। নামেই তাঁর বৈষ্ণব বংশের প্রমাণ রয়েছে; পিতার নাম বৈতবিষ্ণু সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ, শত্রু দমনে বিপুল কীর্তিমান যুদ্ধ ব্যবসায়ী। পিতার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা। পিতামহ বপ্যট, প্রসিদ্ধ শাস্ত্র ও শস্ত্র বিশারদ। পিতা, পিতামহ, সুভট্ট ছিলেন বৈষ্ণবকুলে।"

প্রাচীন শব্দার্থ

মাৎস্যন্যায়—অরাজকতা

মহাদণ্ডনায়ক—প্রধান বিচারপতি

কুমারমাত্য—জেলার কর্তা বা ভুক্তি কর্তা

খোল—গুপ্তচর

দাণ্ডপাশিক—পুলিশ কর্মচারী বা কর্তা

মহাসন্ধিবিগ্রাহিক—প্রধানমন্ত্রী

বিহার—বৌদ্ধমন্দির বা আশ্রম

ভিক্ষু—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

এই লেখকের অন্যান্য বই

কল্পান্ত (উপন্যাস)

তুলি (উপন্যাস)

ঘূর্ণিহাওয়া (কবিতা)

গানবাজনা শেখো (সঙ্গীত)

ঈশ্বর ? (প্রবন্ধ)

গপ্পো গুছি (গল্প)

১ম পর্ব

॥ ১ ॥

অষ্টম শতাব্দীর অরাজক গৌড়বঙ্গে বিষ্ণুগ্রাম পল্লীপ্রান্তে রাত্রি প্রথম প্রহরে গ্রামের কুটিরে কুটিরে আগুন জ্বালাচ্ছে একদল সৈন্যশ্রেণীর লোক। অগ্নিশিখায় আলোকিত পথে একজন সৈনিক একটি বালিকার কেশাকর্ষণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ; দুটি গ্রামবাসী তার পায়ের তলায় বসে দয়া ভিক্ষা করছে ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

পথের অন্যদিকে শঙ্কিত কিছু গ্রামবাসী। নারী-শিশুর আর্তনাদ, ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে মিশে গেছে সৈন্যদের মদমত্ত আস্ফালন।

অগ্নিশিখায় আর্তনাদে আকৃষ্ট হয়ে একটু দূরে গাছের আড়ালে একজন পথিক ব্যাপার বোঝার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারা গৌরবর্ণ লম্বা সুন্দর আকৃতি, পরণে সাধারণ গ্রামবাসীর পোষাক, শুধু চওড়া কটিবন্ধে দীর্ঘ তরবারি। ক্ষণিকের জন্যে সৈন্যদের দেখে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বালিকার কেশাকর্ষণকারী সৈন্যের ওপর।

'সাবধান কুকুরের দল!'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই সৈন্যটি মাটিতে পড়ে গেল। তিনি তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে সামনে আগিয়ে আসা সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। তাঁর চকির মত ঘুরণ আর লম্ফন, সৈন্যদের হতবুদ্ধি করে দিল ; দু'তিনটি সৈন্য ধরাশায়ী হতে গ্রামবাসীরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো।

তিনি লড়াইয়ের মধ্যেই চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমরাও হাতে যা পাও নিয়ে আক্রমণ করো। আমার শক্তি অসীম নয় মনে রেখো।'

ইতিমধ্যে গ্রামবাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা ঘিরে ফেললো সৈন্যদলকে। মুষ্টিমেয় সৈন্যদল লুণ্ঠনের লোভ ছেড়ে পলায়নই শ্রেয় ঠিক করে নিলো, যে যেদিকে পারলে চম্পট দিলো।

স্তম্ভিত গ্রাম্য জনতা পথিকের রণ-কৌশল দেখে বিস্ময়ে হতবাক। গ্রামপতি বলরাম পথিকের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন—'আসুন বীরশ্রেষ্ঠ, ওই মন্দির চত্বরে বসে বিশ্রাম নিন।'

তাঁরা গিয়ে বসলেন বিষ্ণুমন্দির চত্বরে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোয় অন্ধকার কেটে গেছে। জ্বলন্ত কুটিরগুলি প্রায় নির্বাপিত হয়ে আসছে। গ্রামবাসীরা উৎসুক হয়ে ঘিরে বসেছে চারিদিকে।

গ্রামপতি পথিককে প্রশ্ন করলেন বিনীতভাবে, 'আপনার পরিচয় কী, কোথায় নিবাস জানার জন্যে আমরা বড়ই ব্যগ্র।'

তাঁর দিকে চেয়ে করজোড়ে উত্তর দিল পথিক, 'আমার উদ্দেশ্য-সাধনের কারণে আমার সঠিক পরিচয় গোপন থাকা প্রয়োজন গ্রামপতি। আমার নাম গোপাল, গৌড়বঙ্গের দীন সেবক। উৎপীড়ক, কামকারীর রক্তে আমার অসি সদাই স্নাত, এটাই আমার বড় পরিচয়।'

হাসিমুখে গ্রামপতি বললেন, 'সে পরিচয় আমরা পেলাম, আপনাকে আমাদের সহস্র ধন্যবাদ বীরশ্রেষ্ঠ! কিন্তু একটা কথা,—আমি চিন্তিত হয়ে পড়ছি সকলের বিপদাশঙ্কায়! সম্রাট ললিতচন্দ্রের কুমারামত্য জয়ন্তদেবের সৈন্যের ওপর এই আক্রমণের জন্যে গ্রামবাসী-দের, মহাদণ্ডনায়কের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না?'

গোপাল একটু হেসে বললেন, 'না গ্রামপতি! প্রথমতঃ ললিতচন্দ্র বহুদিন মৃত! দ্বিতীয় কথা সারা অঙ্গে বঙ্গে মহাদণ্ডনায়কের অস্তিত্ব নেই, সারা দেশ মাৎস্যন্যায়ের কবলে। সামন্ত, ভূস্বামী স্ব-স্ব প্রধান; স্বার্থের মোহে গৌড়বঙ্গের কৃষককুলের ওপর, গ্রামবাসীর ওপর শোষণ, স্বেচ্ছাচার, লুণ্ঠন, চালিয়ে যাচ্ছে সকলে, ন্যায় অদৃশ্য, বিচার ব্যভিচার।'

ব্যস্তভাবে গ্রামপতি বললেন, 'কি বললেন ভদ্র! দেশে অরাজকতা? বিচার, শাসন, লুপ্ত?'

গোপাল বললেন, 'বিশ্বাস করুন গ্রামপতি, আমি সারা দেশে ভ্রমণ করে স্বচক্ষে দেখেছি গ্রামবাসীর জীবন, নারীর মর্যাদা, উৎপন্ন শস্য-সামগ্রী, রক্ষিত ধনসম্পদ, সবই বলবানের করুণার ওপর নির্ভর করছে। নির্যাতিতা বঙ্গবধুর ক্রন্দনে, ক্ষুধার্ত গ্রামবাসীর বিলাপে রাঢ় বঙ্গের পল্লী প্রান্তর মুখরিত।'

গ্রামপতি চিন্তিতভাবে বললেন, 'আপনার কথা যদি সত্য হয় তা হলে বঙ্গের ঘোর দুর্দিন বলতে হয়। শাসনহীন রাজ্য, বাসের অযোগ্য এখন উপায়? এই লুণ্ঠনকারী সৈন্যদলকে কে সংযত করবে?'

গোপাল বললেন, 'উপায়ের সন্ধানে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি গ্রামপতি। এই অরাজক গৌড়বঙ্গে সকল দায়িত্ব বঙ্গসন্তানের ওপর পড়েছে আমি মনে করি। অসমর্থ রাজশক্তি স্বার্থান্ধ নেতৃস্থানীয় সামন্তবৃন্দ, স্বেচ্ছানুবর্তী সৈন্যদল দেশের মধ্যে, অপর দিকে গুর্জর, হূণ, দ্রাবিড় প্রভৃতি বিদেশীদের আক্রমণ আশঙ্কা। এই মাৎস্যন্যায়ের সুযোগে ভূস্বামীরা প্রজাপুঞ্জকে ভিক্ষুকে পরিণত করছে, বিদেশীর হাতে দেশকে তুলে দেবে নিজেদের আত্মকলহে। এখন একমাত্র উপায় প্রজাপুঞ্জের হাতে; তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা না করলে, সম্রাট শশাঙ্কের গৌড়বঙ্গ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।'

গ্রামপতি বললেন, 'সব সময় সঙ্ঘবদ্ধ প্রজাপুঞ্জের শক্তিতে দেশের হিতসাধন হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের একটিমাত্র গ্রামের চেষ্টায় কি বা করা যাবে ভাবতে পাচ্ছি না ভদ্র!'

গোপাল বললেন, 'একটি গ্রাম নয় গ্রামপতি, আমি বহু গ্রামে দেখেছি অসন্তোষ, বিদ্রোহের মনোভাব, রাজশক্তির অক্ষমতার জন্যে, উৎপীড়নের জন্যে। তারা সকলেই প্রজাপুঞ্জের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায় শুধুমাত্র নেতৃত্বের অভাব রয়েছে, শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীর রণকৌশল শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীনতাপ্রিয় বঙ্গের প্রজাপুঞ্জ কোনদিন কুশাসন সহ্য করতে শেখেনি!'

সমবেত গ্রামবাসীর মধ্যে গোপালদেবের কথায়, আলোচনায়,

উত্তেজনার সৃষ্টি হলো; তাদের মধ্যে তরুণ বয়সী মদন গ্রামপতির সামনে এগিয়ে বললে, 'আমাদের আদেশ দিন গ্রামপতি, আমরা এই বীর আগন্তুকের উপদেশ মত নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করি, সময় থাকতে গ্রামের নারীপুরুষ আত্মরক্ষায় সচেতন হয়ে উঠুক। আজকের ঘটনায় আমরা বুঝেছি প্রতিরোধ, ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ একমাত্র রক্ষার পথ।'

অন্যান্য গ্রামবাসীরা মদনের কথায় সমর্থন জানালো। গ্রামপতি সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'বৎসগণ, আজকের এই দুর্যোগে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তোমরা এই বীর মহানুভব গোপালদেবের সঙ্গে পরামর্শ করো। আমার মনে হয় ইনি তোমাদের ঠিক পন্থা বলে দিতে পারবেন।'

একজন গ্রামবাসী বললে, 'বলুন দেব, আমরা কিভাবে আত্মরক্ষা করবো বিপদ মুহূর্তে।'

গোপালদেব বললেন সকলের দিকে চেয়ে, 'ভাইসব, প্রথম তোমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ব্রাহ্মণ শূদ্র বৌদ্ধ জৈন জাতি-ধর্মের ভেদ-বুদ্ধি লোপ করে সকলে বঙ্গসন্তান মনে রাখতে হবে। তবে এই একতা সঙ্ঘবদ্ধ আকারে অত্যাচারীর ত্রাসের সঞ্চার করবে। মাৎস্যন্যায়ের সময় সকলেরই অস্ত্রধারণ ও চালনা কৌশল শিক্ষা অবশ্য কর্তব্য। দেশের স্বার্থের বিরোধী, সে যেই হোক, তাকে শাস্তি দিন। অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী সৈন্যদের প্রতিরোধ করুন ছলে বলে কৌশলে সমবেতভাবে। দেশের শান্তি সম্পদ বিচার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হোন, আপনাদের জয় অনিবার্য।'

তাঁর কথাশেষে মদন বললে, 'দেব, আপনি বীর, আপনার মুখে এ কথা শোভা পায়; কিন্তু বহুদিন অনভ্যাসের ফলে গ্রামবাসীর অস্ত্র-চালনায় প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছে। অস্ত্র সংগ্রহ করাও সমস্যা তাদের কাছে।'

গোপালদেব মৃত সৈনিকের তরবারি দেখিয়ে বললেন, 'এই,

ওইখানে যা কিছু অস্ত্র পাও সংগ্রহ করে আনো, পরে অস্ত্র তৈরির ব্যবস্থা আমি করে দেব, চিন্তা নেই।'

মদন ও আরো দুজন তরুণ এগিয়ে গেল উৎসাহের সঙ্গে। তারা তরবারি বল্লম ঢাল ছুরিকা কোমরবন্ধ সব জড় করে এনে রাখলো মন্দির চত্বরে।

গ্রামপতি বলরাম বললেন, 'হে বীর, আমরা বড়ই বিপন্ন, আপনার উপযুক্ত অতিথিসেবার সুযোগ নেই; তবু আপনাকে অনুরোধ কিছুদিন আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের শিক্ষা দিয়ে যান, যাতে আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস লাভ করি। আপনার আহ্বানে আজ আমি গ্রামবাসীদের মধ্যে যে সাহস উৎসাহ লক্ষ্য করলাম যার ফলে গ্রামের ধন-সম্পদ নারীর মর্যাদা রক্ষা পেল তা আমার ধারণাতীত। কিছুদিন এরা আপনার সঙ্গ পেলে খুবই সাহসী সুশিক্ষিত যোদ্ধা হয়ে উঠবে। গৌড়বঙ্গের প্রয়োজনে এরা আপনার পাশে দাঁড়াবে। আপনি কিছুদিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন দেব!'

তাঁর কথায় গোপালদেব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আমার প্রতি আপনাদের বিশ্বাস আমায় মুগ্ধ করেছে, তবে আমার আতিথ্য গ্রহণ সম্বন্ধে কিছু গোপন কথা আছে, পরে আপনাকে জানাবো গ্রামপতি।'

এই সময় বলরাম-কন্যা মঞ্জুলিকা সামনে এসে বললে ভীতকণ্ঠে, 'দেব, আপনার বাঁ-হাতে আঘাতের ফলে এখনও রক্ত পড়ছে লক্ষ্য করেননি।'

বলরাম ব্যস্তভাবে বললেন, 'তাই তো, আমাদের কারুরই চোখে পড়েনি। মা মঞ্জুলিকা, তুমি এঁকে নিয়ে চলো মন্দির কক্ষে, আমি ঔষধের ব্যবস্থা করছি।' তিনি চলে গেলেন।

মঞ্জুলিকা বললে, 'আসুন দেব মন্দির কক্ষে।' গোপাল সকলের দিকে চেয়ে বিদায় নিলেন।

॥ ২ ॥

খালি গায়ে কৃষ্ণবর্ণের উপবীতধারী এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ভৃগু বলরামের সামনে এসে উত্তেজিতভাবে বললে, 'গ্রামপতি! অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবকের কথায় এতখানি বিশ্বাস করে রাজার বিপক্ষে দাঁড়ানো কি মূর্খতা হচ্ছে না?'

বলরাম তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'গোপালের কুলশীল আমার জানা হয়েছে। সময়ে প্রকাশিত হবে এখন নয়। তার কথায় সত্যাসত্য অনেক প্রমাণ সে দিয়েছে; আগামীকাল দক্ষিণের চম্পা নগর থেকে আমার বিশ্বাসী গ্রামবাসীকে আসতে অনুরোধ করেছি, তাঁর কথা গোপালও বলেছেন, তাঁর কাছে আরো অনেক খবর পাবো, এ সম্বন্ধে তোমার চিন্তার কারণ নেই।'

ভৃগুকে দেখে মদন ও ছেলের দল ইতিমধ্যে জড় হয়ে গেছে!

মদন ঠাট্টার সুরে বললে, 'ভৃগুদেব নিজের মত সকলকে মনে করেন।'

ভৃগু রেগে বললে, 'কি বললি অর্বাচীন?'

মদন উত্তর দিল, 'কি আবার বলবো। ঠিকই বলছি, তুমিই একমাত্র লোক, যে সেদিন সৈন্যদের আক্রমণ না করে দূরে দাঁড়িয়েছিলে ওই স্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করে।'

ছেলেরা বলে উঠলো, 'কাপুরুষ!'

ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'অর্বাচীনের দল, রাজসৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ! কর্ষক মূর্খের দল, লাঙ্গলের ফালে কর্ষণ চলে, যুদ্ধ চলে না। সবংশে নিহত হবার মানসে রাজশক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিস।'

মদন উত্তর দিলে, 'নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার, লুণ্ঠন কোন শাসনবিধানে আছে? এই অক্ষম রাজশক্তি আমরা মানবো না।'

ভৃগু বিকৃত স্বরে বললে, 'ওঃ, মানবো না! রাতারাতি বীরপুরুষ হয়ে গেলেন! কুমারামাত্য জয়ন্তদেবের দাণ্ডপাশিক যখন বেঁধে নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাত দেবে, তখন মজা বেরোবে। আমি সাবধান করছি গ্রামপতি এখনও সামলে যাও নয়তো অনর্থ ঘটবে, বিষ্ণুগ্রাম ছারখার হয়ে যাবে।'

বলরাম বললেন, 'আহা ভৃগু, তুমি ভুল বুঝছো। আমরা সৈন্যদের আক্রমণ করিনি; তারাই আক্রমণ করেছিল, আমরা আত্মরক্ষা করেছি মাত্র।'

ভৃগু তাড়াতাড়ি বললে, 'ওসব কথা কে শুনবে? জয়ন্তদেবের সৈন্যরা এলো বলে; এই বেলা মানে মানে ছোঁড়াদের সামলাও আর ওই বিদেশীকে বিদায় করো, তারপর সৈন্যরা এলে বেমালুম বিদেশীটার ওপর দোষ চাপিয়ে এ যাত্রায় রক্ষা পাবার ব্যবস্থা করো।'

ক্রুদ্ধভাবে মদন বললে, 'এ অসম্ভব মিথ্যাচার! তুমি বিদায় হও ভৃগু, ইচ্ছা হয় আত্মগোপন করো।'

বিকৃত স্বরে ভৃগু বললে, 'পিপীলিকার পাখা হয়েছে। যা যা, ঘরে বসে হালের ফাল ভেঙে অস্ত্র তৈরি করগে মূর্খ হতভাগার দল!'

মদন এগিয়ে গিয়ে বললে, 'সাবধান ভৃগু, গালাগালি করো না বারবার!'

ভৃগু বললে, 'কেন? মারবি নাকি? কালে কালে হলো কি! লঘুগুরু জ্ঞান নেই, এঁ্যা!'

বলরাম সকলকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আঃ, থাম সব! যাও ভৃগু বাড়ি যাও। এরা ছেলেমানুষ, এদের ক্ষমা করো!'

'নির্বংশ হবি অর্বাচীনগুলো!' বলতে বলতে ভৃগু দ্রুতপদে প্রস্থান করলো।

॥ ৩ ॥

বলরাম মন্দিরকক্ষে বসে আছেন। মদন, সুভদ্র, নারায়ণ, মঞ্জুলিকা চারিদিকে ছড়ানো ভাবে বসে; তাদের সকলের হাতের পাশে মাটিতে শোয়ানো এক একটি তরবারি সযত্নে রাখা, তারা সকলেই ঘর্মাক্ত ক্লান্ত। তাদের মধ্যে আলোচনা চলছে বিষ্ণুগ্রামের সংগঠন নিয়ে।

চারিদিকে চেয়ে নিয়ে মদন বললে, 'গ্রামপতি, আজ গোপালদেব বলছিলেন, তাঁকে অন্যত্র কিছুদিন যেতে হবে সেখানের গ্রাম সংগঠনের কাজে। তাঁর অবর্তমানে সকলের সমর্থনে আমাকে এখানের দায়িত্ব দিতে চান, আমার ওপর আখড়ায় শিক্ষাদান, নতুন সভ্য সংগ্রহ ও অস্ত্র-নির্মাণ কার্য সবই দেখার দায়িত্ব থাকবে প্রস্তাব দিয়েছেন; আর মেয়েদের আত্মরক্ষা শিক্ষা দেবার দায়িত্ব দিয়েছেন মঞ্জুলিকার ওপর। আমাকে সাহায্য করার জন্যে সুভদ্র ও নারায়ণকে নিতে বলছেন। আপনার সম্মতি নিয়ে সেইমত ব্যবস্থা করার উপদেশ দিয়েছেন। আপনার উপদেশের অপেক্ষায় আছি। আর একটা কথা আপনাকে জানাতে বলেছেন, তাঁর অনুরোধ—তাঁর পরিচয় ও বিষ্ণুগ্রামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও যোগ যোগ যেন সর্বক্ষেত্রে গোপন রাখা হয়, তাঁর এবারের অবস্থানও যেন গোপন থাকে তিনি চান।

বলরাম মন দিয়ে মদনের কথা শুনে বললেন, 'দেখ মদন, এসব ব্যাপারে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ; আমার চেয়ে তিনি যেভাবে বলেন, সেইমত তোমরা মেনে চলবে—এই আমার একান্ত ইচ্ছা; আমার এতে বলার কি আছে? আমার একটাই উপদেশ, গোপনতা রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, একথা ভুলো না সকলে।'

ব্যস্তভাবে যুবক হংসবেগ কক্ষে প্রবেশ করলো। তাকে দেখে বলরাম প্রশ্ন করলেন, 'কি খবর হংসবেগ?'

হংসবেগ কিছু বলায় দ্বিধাগ্রস্ত দেখে আবার বললেন, 'এখানে বলতে পারো খবর কি?'

হংসবেগ সকলের দিকে চেয়ে নিয়ে গ্রামপতির পাশে গিয়ে নিম্নস্বরে বললে, 'মিথিলানিবাসী শ্রেষ্ঠী সোমদত্ত আপনার দর্শন কামনায় মন্দিরদ্বারে অপেক্ষ করছেন গ্রামপতি !'

বলরাম তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাও যাও, এখুনি তাঁকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো।'

একটু পরেই গৈরিক কাপড়-চাদর, মাথায় পাগড়ী, খালি পায়ে একজন গৌরকান্তি বয়স্ক সন্ন্যাসীর মত লোক প্রবেশ করলো।

তাঁকে দেখে হাসিমুখে বলরাম এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, 'আমার কি সৌভাগ্য, কতদিন পর আপনার দেখা পেলাম শ্রেষ্ঠী !'

সোমদত্ত গ্রামপতির পদধুলি নিয়ে প্রণাম করে কানে কানে কি যেন বললেন। গ্রামপতি সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমরা দ্বার রক্ষা করো, আমরা মন্দিরের গুপ্তকক্ষে যাচ্ছি। মঞ্জুলিকা, তুমি আমার সঙ্গে এসো শ্রেষ্ঠীর সেবার ব্যবস্থা কি হবে জেনে নাও।' তাঁরা মন্দিরের নারায়ণ মূর্তির পেছনে অদৃশ্য হলেন।

ভূগর্ভে যাওয়ার সিঁড়ির সামনে এসে বলরাম বললেন, 'মঞ্জু, মশাল জ্বালিয়ে নাও প্রদীপ থেকে। তুমি আগে নামো, মশালের আলোয় আমাদের সুবিধা হবে। মঞ্জুলিকা ক্ষুদ্র মশালটি তৈলাধারে ডুবিয়ে মন্দিরের প্রদীপে জ্বালিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। তারপর সোমদত্ত, তারপর বলরাম একে একে সিঁড়ি দিয়ে নামা শুরু করলেন। একজনের বেশি নামার উপায় নেই, সিঁড়ির মাপ সেইমত তৈরি ; কিছু নামার পর একটি ছোট কক্ষে এসে তাঁরা থামলেন। মঞ্জুলিকা মশালের সাহায্যে কক্ষের প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে মশাল রাখার চৌবাচ্চায় মশাল গুঁজে দিল। প্রদীপের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠলো কক্ষটি। বাতাসের কোন অভাব নেই বুঝে সোমদত্ত নিশ্চিন্ত হলেন, পাতা আসনে আরাম করে বসলেন।

মঞ্জুলিকা হাতজোড় করে বললে, 'দেব, আহারের জন্যে কি ব্যবস্থা করবো আজ্ঞা করুন।'

'কিছুই করার দরকার নেই, নারায়ণের প্রসাদ পেলেই ধন্য হব মা !'

বলরাম বললেন, 'সেই ভাল। সকালের ভোগের থেকে এনে দাও মঞ্জুলিকা, ভালই হবে আজ।'

মঞ্জুলিকা চলে গেল। সোমদত্ত তার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার কন্যাটি সুলক্ষণা গ্রামপতি, বিবাহযোগ্যাও হয়েছে, পাত্রের সন্ধান দিতে পারি যদি বলেন।'

'বেশ তো দেবেন, উপযুক্ত পাত্রে আমার আপত্তি নেই শ্রেষ্ঠী, তবে শিক্ষিত বাঞ্ছনীয় কারণ আমার কন্যা ন্যায় ও কাব্য শেষ করেছে। লেখাপড়ায় আগ্রহ খুব। একটা প্রশ্ন আছে, আপনি কি সন্ন্যাস নিয়েছেন ? এই পোষাকে আগে তো কোনদিন দেখিনি !'

সোমদত্ত হেসে বললেন, 'ছদ্মবেশ। দিনকাল খুবই খারাপ। এখন আপন বেশে যত্রতত্র যাওয়া নিরাপদ নয় ; এখন বলুন একটা খবর, নির্ভয়ে বলুন, এখানে গোপালদেব এসেছেন ?'

'আপনি সন্ধান পেলেন কি করে ? আপনাকে মিথ্যা বলবো না, কিন্তু গোপনীয়।'

'আমি ব্যবসায়ী লোক, সারা দেশে কোথায় কি অবস্থা আমার খবর রাখতে হয়। আমি যখন আমার বজরা বাঁধি ভাগীরথী তীরে, তখনই এক নৌকাচালকের কাছে সংবাদ পাই—গোপালদেব এই ঘাটে নেমেছেন এবং পায়ে হেঁটে ভেতরে এসেছেন। সে এ খবরও জানিয়েছে, বিষ্ণুগ্রামে দুষ্ট সৈন্যদের শিক্ষা দিয়ে এইদিকেই কোথাও আত্মগোপন করেছেন। তাঁকে আমার খুব প্রয়োজন, তাঁর একটি পত্র আমি দিতে চাই। গৌড়ের ভাগীরথী তীরে রাণী দেদ্দাদেবী তাঁর অপেক্ষায় রয়েছেন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায়।'

বিস্ময়ে বিমূঢ় বলরাম বললেন, 'সোমদত্ত, গোপালের কোন পরিচয় আমার জানা নেই ; আমার কাছে সে অজ্ঞাতকুলশীল। শুধু তার অদ্ভুত রণকৌশল ও আত্মত্যাগ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি কোন বৌদ্ধ আচরণ পালন করেন না। বিষ্ণুমন্দিরে পূজা দিতেও তাঁর বাধা নেই।'

সোমদত্ত হেসে বললেন, 'আর বলতে হবে না, এখানে তাঁর উপস্থিতির খবর ঠিকই পেয়েছি গ্রামপতি। গোপাল নিজে তাঁর আত্মপরিচয় দেন না, এটা তাঁর একটা কৌশল। সামন্তরাজা ভূস্বামী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কৃষকের কুটিরে কুটিরে তাঁর যাতায়াত গৌড়বঙ্গ সন্তান পরিচয়ে। স্বার্থশূন্য দেশসেবাই তাঁর ধর্ম। এ ছাড়া তাঁর যা পরিচয় তা গোপন থাকে। আজ দেশের দুর্দিনে তাঁর নেতৃত্ব পাওয়া সৌভাগ্যের বস্তু। তাঁর পরিচয় আপনি শুনে রাখুন, গোপন রাখবেন। অল্প বয়সেই তাঁর বলবীর্য সাহস ও শাস্ত্রজ্ঞান ইত্যাদি দেখে বৌদ্ধ এক স্বাধীন রাজত্বে পিতৃহীন কুমারী রাণী দেদ্দাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন সে রাজ্যের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ও সভাসদরা। গোপাল বৈষ্ণব-বংশের হয়েও কোন আপত্তি করেননি বৌদ্ধকন্যাকে গ্রহণ করতে। বংশ পরিচয় বারেন্দ্রভূমির বিখ্যাত বৈষ্ণববংশীয় দ্বৈতবিষ্ণু, তাঁর পিতামহ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত খ্যাত। পিতা ব্যপট শাস্ত্র ও শস্ত্রবিশারদ রণকৌশল ও যোদ্ধা হিসাবে শত্রুদমনে বিপুল কীর্তিকলাপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পিতা-পিতামহের কাছেই গোপাল সর্ববিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। এঁদের নামেই বোঝা যায় যে, এঁরা বৈষ্ণববংশীয়, তবু বৌদ্ধরাজ্যের কুমারী কন্যার সঙ্গে, সেখানের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ও সভাসদরা পাত্র হিসাবে উপযুক্ত মেনে নিয়েছিল। গোপালের কোন গোঁড়ামী না থাকায় ধর্ম নিয়ে কোন মতানৈক্য আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি বা আমাদের কানে আসেনি গ্রামপতি! গোপাল বৈষ্ণব, তাঁর পুত্র ধর্মপাল কিন্তু মাতৃবংশের পরিচয়ে বৌদ্ধ হিসাবে পরিচিত হোক—গোপালের ইচ্ছা। বৈষ্ণব-রক্তের ন্যায়নীতি গোপালের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। গ্রামপতি, আহারের পর গোপালের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন।'

ইতিমধ্যে মঞ্জুলিকা কক্ষের একদিকে তাঁদের খাওয়ার জায়গা আসন ও প্রসাদ পরিবেশন শেষ করেছে। তাঁরা দুজনে আহারে বসলেন।

বলরাম সোমদত্তের আগমন সংবাদ, গোপালকে জানাবার আদেশ দিলেন মঞ্জুলিকাকে।

॥ ৪ ॥

বিষ্ণুগ্রামের যুবকদলকে নিয়ে মন্দিরকক্ষে মদন অপেক্ষা করছে ; সকলে নীরবে বসে।

বলরাম ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এসে বললেন,' গোপালদেব আজ চলে যাবেন, তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় ?'

একজন যুবক বললে, 'ওকথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কেন গ্রামপতি, আমরা সেই কারণে এখানে উপস্থিত হয়েছি।'

'ভাল ভাল, তোমরা ধন্য হয়েছ গোপালদেবকে বন্ধুরূপে লাভ করে। যাঁকে তোমরা নেতারূপে পেলে, তিনি একটি অমূল্য রত্ন। এই সামান্য দিনের ব্যবহারে আমি তোমাদের নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তিনি প্রজাপুঞ্জের প্রকৃত বন্ধু। বঙ্গের প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনই তাঁর জীবনের ধর্ম, একমাত্র লক্ষ্য।

একজন যুবক প্রশ্ন করলো, 'এখন উনি কোথায় যাবেন ?' বলরাম বললেন, 'তাঁর গতিবিধি আমার সঠিক জানা নেই ; তবে ওঁর মুখে শুনেছিলাম আমাদের উত্তরদিকের গ্রামগুলি এখন ওর লক্ষ্য। আগামী এক বছরের মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ সঙ্ঘবদ্ধ করে ফেলতে পারবেন আশা করেন।'

একজন যুবক প্রশ্ন করলো, 'ওঁর কোথায় নিবাস, আসল পরিচয় কি গ্রামপতি ?' বলরাম একটু চিন্তা করে বললেন, 'বারেন্দ্রভূমি ওঁর পিতৃভূমি। ওঁর সকল পরিচয় আমার জানা হয়েছে, কিন্তু সেটা গোপনীয় রাখতে হবে তাঁর আদেশে। উনি শুধু জানাতে চান নিজের সঙ্কল্পের কথা, বঙ্গের এই দুর্দিনে সেবক হিসেবে। আত্মপরিচয় বংশপরিচয় ওঁর কাছে মূল্যহীন, কাজেই তোমাদের সে সম্বন্ধে জানার জন্যে ব্যগ্র না হওয়াই আমার উপদেশ।'

মদন বললে, ওই যে উনি এদিকে আসছেন।' সকলে উঠে দাঁড়ালো। গোপালদেব প্রবেশ করলেন তাঁর পেছনে বরণ ডালা নিয়ে মঞ্জুলিকা।

গোপালদেব বললেন, 'গ্রামপতি, এইবার বিদায় নিতে আদেশ করুন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে আমাকে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হতে হবে।'

বলরাম বললেন, 'আমরা প্রস্তুত হয়েছি, মঞ্জুলিকা বরণ শেষ করে নাও মা! আমাদের সমবেত শুভেচ্ছা তোমার বিঘ্ননাশ করুক গোপাল!'

মদন ব্যস্তভাবে বললে, 'দেব! আপনার অবর্তমানে যদি কোন আক্রমণ হয়, কি করা আমাদের কর্তব্য হবে?'

গোপালদেব দক্ষিণ দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দক্ষিণের ওই স্রোতস্বিনীর ওপারে সমস্ত গ্রামবাসী তোমাদের বিপদে সাহায্য করবে, আমি ব্যবস্থা করেছি। ওদের সঙ্কেত দেওয়ার উপায় ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি আর বৃক্ষচূড়ে অগ্নিশিখা। তোমরা আর একা নও, ক্রান্তি-কাল আসন্ন, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকলেই এদিকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে; জয়ন্তদেবের নীতিভ্রষ্ট সৈন্যদের বিপক্ষে তারা সকলেই, কোন চিন্তা নেই মদন!'

গোপালদেব ইঙ্গিত করলেন মঞ্জুলিকাকে, সে বরণ শুরু করলো। সকলে বিষণ্ণমুখে গোপালদেবের দিকে চেয়ে রইল। বরণশেষে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা কপালে দিয়ে প্রণাম করলো মঞ্জুলিকা।

তার চোখে জল দেখে গোপালদেব বিচলিত হয়ে বললেন, 'না না, ক্রন্দন নয় বোন। হাসিমুখে বিদায় দাও। মনে সাহস এনে দাও!'

মঞ্জুলিকা চোখ মুছে বললে, 'ক্ষমা করুন দেব, আমি দুর্বলা নারী।'

গোপালদেব তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'এই দুর্দিনে নারীর দুর্বলতার অবসর কই?'

মদন বললে, 'দেব, আপনার দর্শন আবার কবে পাবো?'

গোপালদেব বললেন, 'যখনই প্রয়োজন হবে মদন! যদি জীবিত থাকি দেখ হবেই'

বলরাম বললেন, 'গোপাল, হংসবেগ তোমার সঙ্গে যেতে চায়, দূতের কাজে তার অভিজ্ঞতা আছে, বিশ্বাসযোগ্য। যদি প্রয়োজন মনে করো ওকে সঙ্গে নাও।'

গোপালদেব চিন্তা করে বললেন, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য গ্রামপতি, কিন্তু আমার সঙ্গে থাকা বড়ই কষ্টসাধ্য। তাই ভাবছি এ কথা।'

হংসবেগ আগ্রহভরে বললে, 'কোন চিন্তা নেই দেব, আপনার সেবার সুযোগ পেলে আমি সকল কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত।'

গোপালদেব বললেন, 'আমার সেবা নয় হংসবেগ! বঙ্গের প্রজাপুঞ্জের সেবার আদর্শ যদি তোমার মনে না থাকে, আমার সঙ্গে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন!'

লজ্জিত কণ্ঠে হংসবেগ বললে, 'আমার অপরাধ নেবেন না দেব, আজ থেকে সেই আদর্শই গ্রহণ করলাম, আমায় নিয়ে চলুন।'

গোপালদেব বললেন, 'বেশ, চলো।' গোপালদেব গ্রামপতির পদধূলি নিলেন।

বলরাম তাঁকে আলিঙ্গন করে কম্পিত কণ্ঠে বললেন. 'গোপাল, নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। তোমার সাধনা সফল হোক, তোমার স্বপ্ন সার্থক হোক!'

যুবকেরা একে একে প্রণাম করলো, গোপালদেব সকলের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'তোমাদের মঙ্গল হোক। শক্তিশালী হও, সঙ্ঘবদ্ধ হও, এই আমার আশীর্বাদ জেনো।'

গোপালদেব হংসবেগ বিদায় নিলেন। সকলে তাঁদের গতিপথের দিকে চেয়ে রইলো।

॥ ৫ ॥

বিষ্ণুগ্রামের যুবকদের খেলার মাঠ, প্রয়োজন হলে কোন কোন দিন অস্ত্রশিক্ষা ও শরীরচর্চায় আখড়া হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মদনের আদেশমত এক একদিন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে গোপনতা বজায় রাখার জন্যে। আজ এখানে কেবল মঞ্জুলিকা একটি শিলাখণ্ডের ওপর বসে অপেক্ষা করছে, পাশে একটি মুক্ত তরবারি বস্ত্রাবৃত গোপনভাবে রাখা।

চারিদিক লক্ষ্য করে সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে ভৃগুদেব মঞ্জুলিকার কাছে গিয়ে বললে, 'এই যে মঞ্জু, এখানে! তোমারই সন্ধান করছিলাম।'

চমকে মঞ্জু উত্তর দিল, 'কেন বলুন তো?'

ভৃগু হেসে বললে, 'তেমন কিছু নয়, তবে সেই আমার প্রস্তাবটির কথা স্মরণ করাতে আর কি!'

'কি প্রস্তাব? স্পষ্ট করে বলুন!' মঞ্জুলিকা বললে।

ভৃগুদেব হেঃ হেঃ করে হাসতে হাসতে বললে, 'আর কত স্পষ্ট করি। ভেবে দেখ আমার সেই বি-বা-হের প্রস্তাব। আমি তোমায় খুব সুখে রাখবো, কোন অভাব থাকবে না।'

মঞ্জুলিকার মুখভঙ্গি কঠিন হয়ে উঠলো। সে রূঢ়কণ্ঠে বললে, 'আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছি, বিবাহ আমি করবো না, কেন বারবার বিরক্ত করেন?'

ভৃগু বললে, 'সে কি হয় মঞ্জু? গ্রামপতিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছেন, তাঁর অমত নেই, তোমার মত হলেই হয়।'

'আমার মত তো জানলেন, এখন বিদায় নিন, আমায় একটু শান্তিতে বিশ্রাম করতে দিন।'

ভৃগু বললে, 'তুমি আমায় বিবাহ করতে রাজী নও?'

বিরক্তভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মঞ্জুলিকা বললে, 'না! না! না!'

বিকৃত স্বরে ভৃগু বললে, 'তা করবে কেন? বিবাহ হলে এমন বিদেশী ছোঁড়াটার সঙ্গে ঢলাঢলি চলবে কি করে?'

মঞ্জুলিকা সোজা হয়ে তার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললে, 'কি বললেন?'

ভৃগু উত্তর দিলে, 'কি আর বলবো? সেই অজ্ঞাতকুলশীলকে বিবাহ না করলে তোমার চলছে না?'

মঞ্জুলিকা ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, 'ছিঃ-ছিঃ, কি বলছেন আপনি? সেই শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতৃস্বরূপ গুরুজনকে টেনে আনতে লজ্জা করে না?' মঞ্জুলিকা দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো। বললে, 'আপনি বয়জ্যেষ্ঠ, নয়তো এর সঠিক উত্তর পেতেন!'

'দেখ মঞ্জু, আমি অন্যায় করেছি, ভুল করেছি স্বীকার করছি। তবে তোমার বিবাহে বাধা কি?'

মঞ্জুলিকা দৃঢ়ভাবে বললে, 'দেশের এই অরাজকতা দূর না হলে বিবাহ করা উচিত নয়!'

'বেশ তুমি কথা দিলে আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত।' ভৃগু বললে উৎসাহের সঙ্গে।

'তাও অসম্ভব! আপনি এখন যাবেন, না আমাকে চলে যেতে হবে?'

'বেশ, আমি যাচ্ছি; তবু ভেবে দেখো আমার কথাটা।'

ভৃগু চলে গেল, মঞ্জুলিকা শিলাখণ্ডে বসে পড়লো। আঁচল দিয়ে মুখ মুছলো, নিশ্চিন্ত হলো ভৃগুর প্রস্থানে। মদনের আসার সময় পেরিয়ে গেল, মুখে চিন্তার রেখা আবার ফুটে উঠলো। মদনের আসার আশায় সে চঞ্চল হয়ে পড়লো। বেশ খানিক বাদে নিঃশব্দে মদন এসে তার পেছন থেকে কাঁধে হাত চাপালে।

মঞ্জুলিকা অভিমান ভরা কণ্ঠে বললে, 'আজ না এলেই হতো। প্রয়োজন কি ছিল আসার?'

'এত রাগ কেন সখি ?' চাপড় মেরে বললে মদন।

মঞ্জুলিকা বললে, 'আমাদের সময়ের কি মূল্য ? কোন প্রভাত থেকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে, কখন গুরুদেব দয়া করে আসবেন, কৃপা করবেন অসিশিক্ষা দিয়ে।'

মঞ্জুলিকার মুখে তখনও অভিমানের রেশ না রাগের, ঠিক বুঝতে না পেরে মদন তার দুটি হাত চেপে ধরে বললে, 'আমি দুঃখিত মঞ্জু। তবে আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, নন্দীগ্রাম থেকে একটি লোক এসেছিল, তার সঙ্গে পরামর্শের জন্যে দেরী হয়ে গেল। নাও, প্রস্তুত হও, আজ আত্মরক্ষা শিক্ষা দেবো।'

মঞ্জুলিকা বস্ত্রাবৃত তরবারি বার করে মদনের একটু দূরে দাঁড়ালো। মদন তার অসি কোষমুক্ত করে বললে, 'প্রস্তুত।'

কিছুক্ষণ তরবারির ঘাত-প্রতিঘাত চলার পর অন্যমনস্ক মঞ্জুলিকা সামান্য আঘাত পেল হাতে।

মদন বলে উঠলো, 'একি মঞ্জু! অসাবধানে তুমি আঘাত পেয়েছ হাতে।'

'ও কিছু নয় ; তুমি আঘাত করো, আমি প্রতিরোধ করছি।'

মদন নিজের অসি কোষবদ্ধ করে বললে, 'না মঞ্জু, থাক্ ; আজ তোমার একাগ্রতার অভাব লক্ষ্য করছি, আরো আহত হবে। তুমি বিশ্রাম করো আমি আসছি।'

মদন ত্বরিতপদে চলে গেল বনের দিকে। কিছুক্ষণ পরে হাতে ওষধিলতা নিয়ে ছুটে এলো মদন ; মঞ্জুলিকার পাশে বসে বস্ত্রাঞ্চলে রক্ত মুছে হাতে লতা ঘসে নিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে ধরলো। মদনের চিন্তিত মুখের দিকে আবেশভরা চোখে চেয়ে রইল মঞ্জুলিকা, তার ঠোঁটে হাসির আভাষ।

মদন গম্ভীরকণ্ঠে বললে, 'ছিঃ মঞ্জু, অনুশীলন সময়ে অসাবধান হওয়া খুব অন্যায়।'

মঞ্জুলিকা মুখ ঘুরিয়ে হাসি চাপার চেষ্টায় ব্যস্ত।

ক্ষোভের সুরে মদন বললে, 'আরো গভীর আঘাত যদি হতো···ছিঃ!'

মঞ্জুলিকা হেসে ফেললো মদনের দিকে চেয়ে।

মদন রাগতভাবে বললে, 'আশ্চর্য! তুমি হাসছো, লজ্জা হওয়া উচিত।'

মঞ্জু বললে হেসে হেসে, 'কার? যে আঘাত করেছে তার, না যে আঘাত পেলো তার?'

বিস্মিত হয়ে মদন বললে, 'মানে? আমি কি তোমায় ইচ্ছা করে আঘাত করেছি, এ তুমি বিশ্বাস করো!'

মঞ্জু সংযত হলো, মদনের দু' কাঁধে হাত রেখে বললে মমতা ভরা কণ্ঠে, 'পরিহাসও বোঝ না। কি বেরসিক বাবা!'

'দোষ তো আমারই।' মদন মুখ নিচু করে বসে রইলা।

মঞ্জু তার একটা হাতে টান দিয়ে বললে, 'চলো একবার বাবার কাছে যেতে হবে।'

মদন বললে, 'কেন?'

হেসে বললে মঞ্জুলিকা, 'ভয় নেই, তোমার নামে নালিশ করবো না।'

মদন বললে, 'ভয় কিসের! আমিও বলবো, অসাবধান হয়ে অসি-শিক্ষা বিপজ্জনক। ভীষণ অন্যায়!'

মঞ্জুলিকা বললে, 'বেশ বেশ ন্যায়রত্ন মহাশয়! কিন্তু ওকথা নয়, ভৃগুর সম্বন্ধে তোমায় বলতে হবে ওই নির্লজ্জটা আমায় বড়ই জ্বালাতন করছে!'

মদন জিজ্ঞেস করলে, 'আজ আবার এসেছিল বুঝি?'

'শুধু এসেছিল···যা-তা বললে!'

মদন বিরক্তস্বরে বললে, 'বটে! বয়োজ্যেষ্ঠ বলে কিছু বলা হয় না, বড় বাড় বেড়ে য'চ্ছে!'

মঞ্জুলিকা বললে, 'আজ চলো, বাবাকে সব কথা বলে রাখো, নয়তো বাবা কাউকে কোন কথা দিয়ে দিলে, আমাদের কি বিপদ হবে ভাব।

তুমি তোমার প্রস্তাব দিয়ে রাখো ; বাবা নিশ্চিন্ত থাকবেন ; ভৃগুকে বলেও দিতে পারেন। তোমার ওপর বাবার ভরসা ও ভালবাসা আছে। তুমি চিন্তা করো না। অবশ্য তোমার ইচ্ছা থাকলে।' হেসে কথা শেষ করলো।

মদন একটা চড় মেরে বললে, 'এই বদ্ মেয়েটাকে ভৃগুর সঙ্গেই ভাল হবে, গ্রামপতিকে বলবো।'

'বেশ তাই বলো।' মঞ্জুলিকা বললে তরবারি দেখিয়ে।

মদন ছদ্মভয়ে বললে, 'বেশ চলো, আজই এর শেষ করে দিচ্ছি চলো বীরাঙ্গনা!'

তারা দুজনে গ্রামের দিকে গেল। গাছের আড়াল থেকে ভৃগু ও একজন বয়স্ক গ্রামবাসীকে মাঠের মধ্যে আসতে দেখা গেল।

ভৃগু জোরে জোরে বললে, 'দেখলে তো কত ঢলাঢলি! এখন আমার কথা বিশ্বাস হলো?'

গ্রামবাসী বললে মাথা নেড়ে, 'তাইতো, বড় অন্যায় আচরণ! বিবাহের পূর্বে এহেন মেলামেশা নীতিবিরুদ্ধ। গ্রামপতির কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত। বয়স তো হয়েছে।'

ভৃগু বললে, 'বিবাহ! আমি নিজেই প্রস্তুত ছিলাম। আমার বহুদিন পত্নীবিয়োগ হয়েছে তুমি তো জানো। কিন্তু ওই ব্যবহার দেখে আমার আর প্রবৃত্তি হয় না।'

গ্রামবাসী বললে, 'তা তো বটেই, আপনার মত সৎব্রাহ্মণ পাত্র পেলে গ্রামপতি ধন্য হবে। বেশ, আমি একবার না হয় বলে দেখবো।'

ভৃগু তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'ইচ্ছা হয় প্রস্তাব দিও ভাই। আমি নিজে আর এ সম্বন্ধে বলবো না। আমারও তো মান-সম্মান আছে!'

গ্রামবাসী বললে, 'সে তো ঠিক।'

ভৃগু রাগতভাবে বললে, 'আর দেখ দেখি ওই মদন ছোঁড়াটার কাণ্ড! বিষ্ণুগ্রাম সৈন্যদলের আখড়া করে তুলেছে! ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে। এখন মেয়েদের নিয়ে টানটানি। মেয়েরা কোথায়

অতিথি-সেবা, দেব-সেবা নিয়ে থাকবে ; তা নয়, অসিশিক্ষা নিয়ে সৈন্যদের মত যুদ্ধ করবে ! যত নষ্টামি ওই ছোঁড়াটার ।'

গ্রামবাসী ভয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে বললে, আর বল কেন ! কলি—কলি। অর্বাচীনের কাল পড়েছে, প্রবীণদের মানছে কে ? (হাতের ইঙ্গিত করে,) যদি বসিয়ে দেয় সেই ভয়ে কিছু বলি না।'

ভৃগু হাত নেড়ে বললে, 'ওঃ, বসিয়ে দেবে ! তুমি গ্রামপতিকে একবার বল ; যদি ব্যবস্থা হয় ভালো, নয়তো আমি সব ঠাণ্ডা করে দেবো ত্বদিনে। আমার রাস্তা জানা আছে ! এখন চলো যাওয়া যাক।'

তারা গ্রামের দিকে চলে গেল !

২য় পর্ব

॥ ১ ॥

গৌড়বঙ্গ রাজধানীর বাইরের দিকে আম্রকুঞ্জের মধ্য দিয়ে রাজপথ পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। বৌদ্ধধর্ম উৎসাহী কোন খড়্গাবংশীয় রাজার তৈরি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার। রাস্তার উত্তরে প্রাচীর ঘেরা অনেকটা জায়গা নিয়ে ভিক্ষুদের বাসস্থান: রাস্তার দিকে দক্ষিণমুখী প্রধান প্রবেশদ্বার; কারুকার্য খচিত প্রবেশ পথের দুদিকে ঘণ্টা গং ইত্যাদি সাজানো, ভেতরে গর্ভগৃহে স্থাপিত পাথরের বুদ্ধমূর্তি পদ্মাসনে। প্রশস্ত গর্ভগৃহে ভিক্ষু, ভক্ত, সাধারনের বসার আসন বিছানো।

অভ্যন্তরভাগে ভিক্ষুদের সমবেত কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।

বিহার দ্বায়ের সম্মুখভাগে রাস্তায় আর্তনাদ শোনা গেল। তিনজন গ্রামবাসীকে বেঁধে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জনাপাঁচেক সৈন্যশ্রেণীর লোক, সঙ্গে দাণ্ডপাশিক।

দাণ্ডপাশিক তাদের বেত্রাঘাত করতে করতে চেঁচিয়ে বলছে, 'অধার্মিক কর্ষকদল, এখনও করদানে সম্মত হ নয় তো বেত্রাঘাতে মেরে ফেলবো।'

একজন গ্রামবাসী করজোড়ে বললে, 'ভগবান বুদ্ধের দোহাই! আমরা নিঃসম্বল। আমাদের যথাসর্বস্ব দিয়েছি প্রভু, এক কপর্দকও নেই!'

দাণ্ডপাশিক আঘাত করে বললে, 'মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক!'

দ্বিতীয় গ্রামবাসী বললে, 'বিশ্বাস করুন প্রভু, কিম্বা আমাদের দণ্ড-নায়কের কাছে নিয়ে চলুন।'

দাণ্ডপাশিক বিকৃতস্বরে বললে, 'কে তোর দণ্ডনায়ক? আমিই তোর দণ্ডবিধান করবো।' তাকে আঘাত করলো সজোরে। সে মাটিতে শুয়ে পড়লো।

রাস্তায় চলমান একদল গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে গেল দৃশ্য দেখে।

মাটিতে শুয়ে পড়া কৃষক মাথা তুলে বললে ক্রন্দনের সুরে, 'বারে-বারে কত দেবো প্রভু, আমরা অনাহারে মরতে বসেছি।'

আরো রেগে দাণ্ডপাশিক বললে, 'কি বললি, বারেবারে কত কর দিবি। করদানে অক্ষম প্রজার মৃত্যুদণ্ডই শ্রেয়।" নির্দয়ভাবে তিন-জনের ওপরই বেত চালাতে থাকলো।

বিহার প্রবেশ-দ্বারে এসে ক্রন্দন কোলাহলে আকৃষ্ট স্থবির বিক্রমশীল অত্যাচারের দৃশ্য দেখে চর্মবাদ্যে আঘাত করলেন ভিক্ষুদের আহ্বান জানাতে। অভ্যন্তর থেকে ভিক্ষুদল ধীরভাবে বেরিয়ে এলো পথে।

স্থবির বিক্রমশীল এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। কি কারণে এই উৎপীড়ন?'

দাণ্ডপাশিক উত্তর দিল, 'কর্ষকদল রাজকর দিতে অস্বীকার করছে।'

প্রথম গ্রামবাসী বললে, 'না দেব, রাজকর আমরা নিয়মিত দিয়েছি, শুধু বারেবারে মণ্ডলাধিপতির করদানে আমরা সর্বস্বান্ত নিঃস্ব; আর আমাদের কোন সঙ্গতি নেই।'

বিক্রমশীল শান্তভাবে বললেন, 'বারেবারে করদান, একথা কি সত্য দাণ্ডপাশিক?'

দাণ্ডপাশিক উদ্ধতভাবে বললে, 'সত্যাসত্য জানা তোমার নিষ্প্রয়োজন মনে করি ভিক্ষু!'

বিক্রমশীল শান্তভাবেই বললেন, 'নিঃসম্বল প্রজা কি করে কর দেবে?'

'না দিতে পারলে শাস্তি পাবে?' বললে দাণ্ডপাশিক।

বিক্রমশীল বললেন, 'ভাল কথা। কিন্তু দোষীর বিচারের ভার দণ্ডনায়কের ওপর, বিচারের পূর্বে শাস্তিবিধান সঙ্গত নয়।'

দাণ্ডপাশিক রেগে বললে, 'তোমার কাছে জবাবদিহি দিতে বাধ্য নই ভিক্ষু, পথ ছাড়ো।'

বিক্রমশীল দৃঢ় স্বরে বললেন, 'আপনার আদেশ পালন করতে অক্ষম, আমি এসব হতভাগ্যদের মুক্ত করবো।'

দাণ্ডপাশিক আঙুল নেড়ে বললে, 'সাবধান ভিক্ষু। রাজকার্যে বাধা দিচ্ছ, আমি সহ্য করবো না, ক্ষান্ত হও।'

বিক্রমশীল বললেন, 'ভিক্ষুগণ, মুক্ত করো ওই হতভাগ্যদের ভগবান বুদ্ধের নামে।'

দাণ্ডপাশিক এগিয়ে গিয়ে বললে, 'সাবধান!'

বিক্রমশীল বিনীতভাবে বললেন, 'আমাদের আঘাত কর আমরা প্রস্তুত!"

দাণ্ডপাশিক আদেশ দিল সৈন্যদের, 'আঘাত করো এইসব রাজদ্রোহীদের।'

দাণ্ডপাশিক বিক্রমশীলকে আঘাত করার জন্যে হাত ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্তে একটি তীর তার হাতে গেঁথে গেল, অন্তরাল থেকে গোপালদেব বললেন, 'সংযত হও নরাধম!'

সকলে সেই দিকে চাইল।

গোপালদেব, মণ্ডলাধিপতি শান্তিদেব, হংসবেগ ও অন্যান্য সশস্ত্র গ্রামবাসী এসে ঘিরে ফেললো সকলকে।

শান্তিদেব বললেন, 'নিরস্ত্র করো এই বর্বরদের!'

গোপালদেব বিক্রমশীলের কাছে গিয়ে বললেন, 'আদেশ করুন দেব, আপনার অপমানের জন্যে কি শাস্তি বিধান করি।'

বিক্রমশীল বললেন, 'শাস্তি বিধানের প্রয়োজন নেই, ওদের ফিরে যেতে দাও; গ্রামবাসী তিনজনকে মুক্ত করো, তোমাদের মঙ্গল হোক!'

গোপালদেব বললেন, 'আপনি মহৎ, কিন্তু মহত্বের মূল্য এই মাৎস্যন্যায়ের যুগে দুর্লভ। সমগ্র গৌড়বঙ্গে অত্যাচারীদল আজ ঘোর স্বেচ্ছাচারী!'

শান্তিদেব বললেন, 'দেব, অবসন্ন রাজশক্তির সুযোগে ভূস্বামীরা

বারেবারে কর্ষকের কাছে কর আদায় করে সকলকে ভিক্ষুকে পরিণত করেছে। প্রজাপুঞ্জের ওপর এই হিংস্র পশুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন। আদেশ দিন দেব, এই স্বেচ্ছাচারীদের মস্তক দেহচ্যুত করি।'

বিক্রমশীল ব্যস্তভাবে বললেন, 'না না ওদের ক্ষমা করো, হিংসার দ্বারা হিংসা দূর করা যায় না।'

শান্তিদেব বললেন, 'এক্ষেত্রে আপনার আদেশ মেনে নিলাম। কিন্তু দেব, আমরা আর এই উৎপীড়ন সহ্য করবো না। রাজধানীর সমগ্র প্রজামণ্ডল গোপালের চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠছে। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।'

সকলে প্রণাম করলো. বিক্রমশীল হাত তুলে বললেন, 'ভগবান বুদ্ধ তোমাদের রক্ষা করুন ; গৌতমের আদর্শে তোমাদের মোহমুক্ত হোক, অমিতাভর করুণায় তোমাদের পথ আলোকিত হোক।'

বিক্রমশীল ধীরে ধীরে বিহার দ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন, ভিক্ষুদল তাঁর পেছনে পেছনে বিহারে প্রবেশ করলো, গ্রামবাসীরা সেই দিকে চেয়ে কপালে হাত ঠেকালো।

ইতিমধ্যে শান্তিদেব, হংসবেগ অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

॥ ২ ॥

নির্ঝরিণীর কিনারায় প্রশস্ত শিলা খণ্ডে বসে মঞ্জুলিকা নিবিষ্ট মনে কনকচাঁপার মালা গাঁথছে। মাঝে মাঝে ব্যগ্রভাবে পেছনদিকে গভীর আম্রকুঞ্জের দিকে লক্ষ্য করে চলেছে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বসন্তবায়ুর চঞ্চলতায় শাখায় শাখায় মর্মরধ্বনি আর কোকিলের কুহুধ্বনি। মুকুলের গন্ধে আমোদিত বনভূমির মধ্যে মধুলোভী মৌমাছির গুঞ্জন জনহীন প্রান্তরে প্রাণের স্পন্দন ; দূরে দূরে পলাশের চূড়ায় বহ্নি উৎসব। মঞ্জুলিকা আজ যেন একটু যত্ন নিয়েছে প্রসাধনে। ঠোঁটে লাক্ষারসে

অলক্তরাগ রঞ্জিত ; খোঁপায় ফুল গোঁজা, চন্দন গুঁড়ো দিয়েছে মুখে, চোখে কাজল টানা, কেশগুচ্ছে মৃগনাভি গন্ধ, দেহে জাফরান গুঁড়ো মাখা। আজ কেন যে তার ইচ্ছা করলো সাজতে, নিজেই জানে না, নারী সুলভ অনুরাগবতী হওয়ার বাসনা, বসন্তের হাওয়ায় এনেছে বুঝি বা।

আম্রকুঞ্জের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে হাসিমুখে মদন মঞ্জুলিকার পেছনে এসে বললে, 'একি সখি! কোন ভাগ্যবানের জন্যে গো? বীরাঙ্গনার এটা কি উচিত কর্ম?'

রাগের ভান করে মঞ্জুলিকা বললে, 'আবার সখি ডাক?'

মদন হেসে বললে, 'কতদিনের অভ্যাস এটা কি ভোলা যায় সখি! নিভৃতে ওই মিষ্টি ডাক গোপনে দিয়ে নিচ্ছি। তুমি তো কতদিন সখা ডাকোনি, গুরুগিরি করে আমার এই লোকসানটাই হলো মঞ্জুলিকা! গুরুদক্ষিণার নাম নেই, শুধুই মূলধন ক্ষতি।'

মঞ্জুলিকা হেসে বললে, 'আহা! সখা, ক্ষতি করে কাজ নেই, এখন যত খুশী সখি বলে নাও। আমার যে সাধের দিন ফুরিয়ে এলো অস্ত্র-চালনার ঠেলায় আর বয়সের জ্বালায়!'

মঞ্জুলিকা মালা শেষ করে গুছিয়ে রাখলো। মদন ঠাট্টার সুরে বললে, 'সখি, আজ মালা গাঁথা, প্রসাধন, মুখে চোখে সিঙ্গার ভঙ্গি স্বয়ম্বরা হওয়ার প্রস্তুতি নয়তো?'

কটাক্ষ করে বললে মঞ্জুলিকা, 'স্বয়ম্বরা হতে দিলে কই? শৈশব থেকে যা আগলে রেখেছো, এখন আবার আচার্যদেব হয়ে খবরদারির শেষ নেই। একটা ভৃগু ছিল, তাকেও ভাগালে তরবারি দেখিয়ে।'

মদন তাড়াতাড়ি বললে, 'ও, এই কথা? বল তো এখুনি একজন রাজপুত্র কোটালপুত্র নিদেন ভৃগুদেবকে নিয়ে আসি, যাকে খুশী মালাদান করতে পারে, সখি!'

মঞ্জুলিকা রাগতভাবে বললে, 'তা তো বটেই! এখন ছেড়ে দে গো কেঁদে বাঁচি অবস্থা! সেপাই মার্কা খটখটে মেয়েতে মন উঠছে না,

ললিত লবঙ্গলতা না হলে মদনদেবের ফুলধনু অকেজো হয়ে যাচ্ছে, তাই না ?'

অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে মদন বললে, 'মঞ্জুলিকা ! এতবড় নির্মম নিষ্ঠুর আঘাত করতে পারলে ? আশৈশব সাহচর্যের এই পরিণতি ; আমি এতই অধম !' মদনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো মাথা হেঁট করে স্তব্ধ হয়ে গেল।

মঞ্জুলিকা চমকে উঠলো ; ক্রন্দনের সুরে বললে, 'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো ; রহস্যের ছলে এ আমি কি করলাম।'

হাঁটু গেড়ে মঞ্জুলিকা মদনের পা দুটি জড়িয়ে ধরলো ! কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললে, 'আমায় কেন স্বয়ম্বরের কথা বলে ঠাট্টা করো। ও কথায় আমার মাথা গরম হয়ে যায় !'

মদনকে তখনও স্তব্ধবাক অনমনীয় থাকতে দেখে মঞ্জুলিকা ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো। আকুলভাবে বললে, 'আমায়, ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো ! আমায়...'

মদন হাত বাড়িয়ে মঞ্জুলিকাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে বললে, 'আমারই অপরাধ মঞ্জু, আর কোনদিন ও কথা মুখে আনবো না তুমি শান্ত হও, কেঁদো না লক্ষ্মীটি। দেখ আমার দিকে চাও।'

মঞ্জুলিকা ধীরে ধীরে মাথা তুলে চাইল মদনের দিকে। আবেশভরা দৃষ্টিতে চেয়ে মদন হেসে বললে, 'হাসো—হাসো, চোখের কাজল বয়ানে লেগেছে সখি, এসো মুছে দি।'

'যাও !' বলে মঞ্জুলিকা সরে গিয়ে আঁচল তুলে মুখ মুছলো।

মদন মঞ্জুলিকার হাত ধরে বসিয়ে দিলে শিলাখণ্ডে, নিজেও বসল মঞ্জুলিকার নিচে ঘাসের ওপর মুখোমুখি। হেসে বললে, 'আজ আমাদের ছুরিকাচালনা অভ্যাসের কথা ছিল, বাক্যচালনায় সময় গেল।'

মঞ্জুলিকা ফুল, মালা, সরিয়ে একটি বাতাবিলেবু আর ছুরিকাটি নিয়ে মদনের হাতে দিয়ে বললে, 'তোমার জন্যে জাম্বুর এনেছি। (একটু হেসে) ছুরিকার কৌশল আজ এটার ওপরই হোক আচার্য।'

মদন হেসে বললে, 'বাঃ, বেশ। মধু অভাবে গুড় এখানে হবে, গুড় অভাবে মধু। সখি, তোমার কাব্য অলঙ্কারে কিসের সঙ্গে এটির উপমা দেওয়া বিধেয়, মানে জাম্বুর ফল বিশেষের সঙ্গে কিসের তুলনা সঙ্গত হবে যদি বলো, মনে সান্ত্বনা পাবো।'

মঞ্জুলিকা ভ্রুকুটি করে ললিত ভঙ্গিমায় বললে, 'যাও! অসভ্য, অশ্লীল!' দুজনেই হেসে চাইলো।

মদন জাম্বুর টুকরো করে মঞ্জুলিকার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আগে তুমি খাবে, পরে আমি।'

মঞ্জুলিকা মাথা নেড়ে বললে, 'না, আগে তুমি খাবে। যা রাগ দেখলাম, এখনও বুক ধড়ফড় করছে। আগেকার রাগ আর আজকের রাগ! ওরে ব্যস! এ রাগ তো কোথাও দেখা যায় না—স্তব্ধ হিম মৃত্যুর মত ভয়ানক!' দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকলো মঞ্জুলিকা।

হাত টেনে নিয়ে জোর করে জাম্বুর টুকরো হাতে ধরিয়ে মদন বললে, 'আগে তুমি খাবে, তবে আমি···।'

মঞ্জুলিকা বঙ্কিম চোখে চেয়ে বললে, 'ভাল হচ্ছে না বলছি, আবার ঝগড়া হবে কিন্তু!'

মদন বললে, 'বেশ, মিটমাট হোক, দুজনেই একসঙ্গে মুখে দিতে হবে।'

মঞ্জুলিকা ভঙ্গি করে বললে, 'এই যে আমি দিচ্ছি, তুমি মুখে দাও।'

মদন হেসে বললে, 'এত বোকা পাওনি, একসঙ্গে দুজনের হাত ওঠা চাই। আমি তিনটি নাম করবো, শেষ নামে একসঙ্গে মুখে যাবে, ব্রহ্মা! বিষ্ণু! মহেশ্ব—র।' দুজনেই বাতাবির কোয়া মুখে নিল। মঞ্জুলিকা বললে, 'খুব মিষ্টি, না?'

মদন বললে, 'কার কাটা দেখতে হবে তো!'

মঞ্জুলিকা হেসে ফেলে বললে, 'যাও!'

খাওয়া সম্পূর্ণ করে হাত ঝেড়ে মদন চাইল।

মঞ্জুলিকা নিজের আঁচল দিয়ে হাত মুছিয়ে বললে, 'গুরুসেবা।'

তার মাথায় হাত চাপিয়ে মদন বললে, 'আশীর্বাদ !'

শিলাখণ্ডে দুজনে মুখোমুখি বসলো। মদন মঞ্জুলিকার দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

মঞ্জু লজ্জিত হয়ে বললে, 'কি দেখছো এত ?'

মদন বললে, 'আজ তোমাকে এত সুন্দর লাগছে সখি, আত্ম-সংবরণ করা কঠিন হয়ে উঠছে।'

মঞ্জুলিকা নিজের ডানহাত নিয়ে দেখিয়ে বললে, 'দেখ আমার করতল কিরকম কর্কশ হয়ে উঠেছে অসি চালনায়, রমণীর হাত কি এ রকম হয় ?'

তার হাতটি নিয়ে সপ্রেমে হাত বুলিয়ে মদন বললে, 'ও কিছু নয়। রোজ রাত্রে নিদ্রার পূর্বে ননী মেখে নেবে, ঠিক হয়ে যাবে।'

মঞ্জুলিকা হেসে বললে, 'শুধু হাতে নয়, হয়তো সারা শরীরে। আচার্যদেবের অস্ত্রশিক্ষার উৎসাহে আমার নারীত্বের যা কিছু আকর্ষণ সব লোপ পেতে চলেছে। তাই তো ভয় হচ্ছে, তোমাকে এই বঞ্চনা, কি করে আমি সইবো সখা ?'

মঞ্জুলিকার হাত ছেড়ে দিয়ে ক্ষোভের সুরে মদন বললে, 'কোন্ মূর্খ চক্ষুহীন সেকথা বলে ? নিয়মিত ব্যায়ামে কাঞ্চনবর্ণা দেহসৌষ্ঠব, ওই পদযুগল, নিতম্ব, কটিদেশ, কুচযুগল, বাহুমূল, গ্রীবার গঠন সৌন্দর্য, মাগধী নর্তকী চিত্রলেখাকেও লজ্জা দেবে। এ ছাড়া আছে অলখ সজ্জিত কুঞ্চিত কেশদাম, মৃগনয়নের সম্মোহন, বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষ। কেন মিছে ভয় দেখাও অধমকে ?'

হাত বাড়িয়ে মদনের মুখ চেপে মঞ্জুলিকা বললে, 'থামো, থামো। তুমি তো কোনদিন এমন চাটুকার ছিলে না সখা! অধুনা তোমার দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা কিছু রহস্যময় হয়ে উঠেছে। চিত্রলেখা আবার কে ? কোথায় তোমার দর্শন হলো, বল।'

মদন হেসে বললে, 'বলছি, বলছি !' মঞ্জুলিকার দক্ষিণ হস্তের বাজুবন্ধে ক্ষতচিহ্ন দেখতে দেখতে বললে, 'এই ক্ষতচিহ্ন সেদিনের না ?

দেখি দেখি ;' হঠাৎ মাথা নিচু করে চিহ্নের ওপর গভীরভাবে চুম্বন করে বললে, 'আমারই আঘাত !'

লজ্জিত আবেগে মঞ্জুলিকা মদনের মাথা চেপে ধরলো গণ্ডদেশ দিয়ে, নিম্নস্বরে বললে, 'এর চেয়ে আরো বড় আঘাত যেখানে, সেটা যে দেখানো যায় না সখা ! যাক্ বল, তোমার চিত্রলেখার গল্প শুনি ।'

মদন একটু থেমে বললে, 'গোপালদেবের আদেশে এর মধ্যে একদিন জয়ন্তদেবের নারায়ণ মন্দিরে যেতে হয়েছিল গর্গদেবের সঙ্গে দেখা করতে কিছু জরুরী পরামর্শের জন্যে । সেখানে দেখি, অনুরাগভরে তিনি চিত্রলেখাকে একটি গীত বোঝাচ্ছেন, চিত্রলেখা তন্ময় হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে । গর্গদেব বেশ সুপুরুষ, চিত্রলেখা অপরূপ । আমি একটু ইতস্ততঃ করায় গর্গদেব বললেন, 'এসো মদন, কি কারণে আগমন ?'

'আমি গোপালদেবের আজ্ঞাবাহী, কিছু গোপন পরামর্শ আছে দেব !'

আমার মনের দ্বিধা বুঝে তিনি বললেন, 'নিসঙ্কোচে বল, চিত্রলেখাকে সঙ্কোচ করার প্রয়োজন নেই ।'

'আমি কিছু প্রসাদ ও জল নিয়ে আসি দেব ।' বলে চিত্রলেখা ভেতরের কক্ষে চলে গেলেন । আমি কয়েকটি কথা গর্গদেবকে জিজ্ঞাসা করে নিলাম । গর্গদেব বললেন, 'বসো মদন, প্রসাদ খেয়ে যাও ।'

চিত্রলেখা কিছু প্রসাদ ও জল এনে দিলেন, আমি খাওয়া শেষ করে প্রণাম করে ফিরলাম ।

মঞ্জুলিকা প্রশ্ন করলো, 'এরা কে, কী পরিচয় ?'

মদন বললে, 'নারায়ণ মন্দিরে গর্গদেব পূজারী ও অধ্যাপক উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, চিত্রলেখা মাগধী নর্তকী দেবদাসী ।'

মঞ্জুলিকা আগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, 'চিত্রলেখাকে খুব ভাল লাগলো ?'

মদন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, 'খুব ভাল । বয়সে যে নারী এত সুন্দর থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না ।'

মঞ্জুলিকা মৃদু হেসে বললে, 'তাই বুঝি মদন ঠাকুরের সূক্ষ্মদৃষ্টি আর কাব্যরস বাড়তির দিকে? আমার ওপর অভ্যাস করে নিয়ে চিত্রলেখাকে শোনাবে?'

মদন জিভ কেটে বললে, 'ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলো না। চিত্রলেখাদেবী, সম্পর্কে আমার গুরুস্থানীয়া বয়োজ্যেষ্ঠা।'

'ক্ষমা করো, আমি বুঝিনি; গর্গদেব-চিত্রলেখার মধ্যে কি রকম সম্পর্ক মনে হলো?'

মদন হেসে বললে, 'ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্বন্ধ বলেই মনে হলো।'

মঞ্জুলিকা চারিদিকে চেয়ে নিয়ে হেসে বললে, 'গোপালদেব আমাদের কথা কিছু জানেন?'

'নিশ্চয়। আমি সব কথা খুলে বলেছি।'

'তিনি কি বললেন?'

'বললেন—মদন, তোমাদের আমি বিবাহ দেবো, মঞ্জুলিকা আমার স্নেহের পাত্রী, তুমিও। এ তো আনন্দের কথা। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য কর্ম শেষ করো মদন। আর বেশী দেরী নেই আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মঞ্জুকে একথা জানিয়ে রেখো।'

মঞ্জুলিকা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তুমি যে কি! এসব কথা বলতে তোমার লজ্জা করলো না? আমি এখন ভাবছি, কি করে তাঁর সামনে দাঁড়াবো! তুমি চিরকাল এইরকম নিজের হোক পরের হোক যা জানো, গড় গড় বলে চলবে, স্থান কাল পাত্র বিচার না করে!'

রাগত স্বরে মদন বললে, 'বেশ কথা! নিজের বেলা সত্য বলায় দোষ! সোজাসুজি জানিয়ে রাখা দোষ?'

মঞ্জুলিকা ঠাট্টার স্বরে, 'ওঃ সত্যবাদী রে! এই তো এসেই তখন আমাকে মালা গাঁথা, স্বয়ম্বরা নিয়ে কত সত্য ভাষণ দিলে। ওগুলো সত্য কথা ন্যায়ের কথা, তাই না?'

মদন বললে, 'দেখ আবার কিন্তু ঝগড়া হবে?' দু'জনে সশব্দে হেসে ফেললো।

মদন বললে, 'সন্ধ্যে হয়ে এলো, গোধূলি লগনে আমার পাওনা মালাটা গলায় ঝুলিয়ে দাও।'

মঞ্জুলিকা বললে, 'গোপালদেবের নিষেধ—আগে কর্মকাণ্ড শেষ করা, পরে ওসব বিবাহকাণ্ড।'

মদন বললে, 'বিবাহ তোমায় কে করতে বলছে?'

'বা রে মালা গলায় দিলে গন্ধর্ব বিবাহ হবে। আমাকে দিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার অছিলা?'

মদন হাসতে হাসতে মালা তুলে নিয়ে ঝপ করে মঞ্জুর গলায় পরিয়ে দিল। মঞ্জু গম্ভীর মুখে মালাটি খুলে মদনের গলায় পরিয়ে নতনেত্রে মাথা নিচু করে প্রণাম করলো। মদন দুহাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরায়, মঞ্জুলিকা মদনের বুকে লজ্জায় মুখ লুকালো। অন্ধকার হয়ে এসেছে। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মঞ্জুলিকা বললে, 'চলো, পিতৃদেব চিন্তিত হবেন।'

'ঠিক তাই আমিও ভাবছি। চলো, ছুটে যেতে পারবে?' মদন বললে।

মঞ্জুলিকা কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'দেখই না, পারি কিনা গুরুদেব।' তারা দুজনে ছুটে এগিয়ে গেল গ্রামের দিকে।

॥ ৩ ॥

শ্রেষ্ঠীনগর প্রান্ত। কুমারমাত্য জয়ন্তদেবের সৌধ। সুসজ্জিত সভায় মহামূল্য আসনে বসে জয়ন্তদেব। পরিধানে মুগা চিনাংশুক কাপড়, উত্তরীয়, কটিবন্ধ, বলিষ্ঠ গঠন, কানে কুণ্ডল, গলায় মুক্তার মালা রত্নখচিত বাজুবন্ধ, দাম্ভিক মুখমণ্ডল। নাগরিক সৌখিন পুরুষদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দশ আঙুলে দীর্ঘ নখ রমণী মনোহারী।

দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে প্রতিহার। দূরে আসনে বসে দাণ্ডপাশিক বজ্রধর আর খোল দিব্যদৃষ্টি।

জয়ন্তদেব একটি লিপি পাঠ করে মাথা তুলে ডাকলেন, 'বজ্রধর।'
বজ্রধর সম্মুখে এসে মাথা নুইয়ে দাঁড়ালো।

জয়ন্তদেব বললেন তাকে, 'খোল দিব্যদৃষ্টি, গোপনে যে খবর এনেছে তা যদি সত্য হয় তবে এই কি প্রমাণ হচ্ছে না যে, তুমি তোমার কর্তব্যের অবহেলা করেছ?'

বজ্রধর প্রশ্ন করলে, 'কি সংবাদ প্রভু!'

জয়ন্তদেব তার দিকে চেয়ে বললেন, 'খবর এনেছে পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে আগত অজ্ঞাতকুলশীল যুবক বিদ্রোহ করার জন্যে প্রজাপুঞ্জকে উত্তেজিত করে বেড়াচ্ছে।'

বজ্রধর দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'এ সংবাদ কাল্পনিক প্রভু কোন অকল্যাণকারী শত্রু আমাকে হেয় করার জন্যে এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করছে।'

জয়ন্তদেব ধমকের সুরে বললেন, 'বজ্রধর, দাণ্ডপাশিক বিভাগের চেয়ে আমি গুপ্তচর বিভাগকে বেশী বিশ্বাস করি, স্মরণ রেখো।'

দিব্যদৃষ্টি এগিয়ে এসে নতমস্তকে বললে, 'আমি দাণ্ডপাশিক মহাশয়কে একটা প্রশ্ন করতে চাই প্রভু!'

জয়ন্তদেব বললেন, 'বেশ, করো।'

দিব্যদৃষ্টি বললে, 'দাণ্ডপাশিক মহাশয়, আজ থেকে প্রায় এক বছর পূর্বে একটি ঘটনা আপনার স্মরণে আছে, যেদিন একটি যুবকের হাতে বিষ্ণুগ্রামে আমাদের একদল সৈন্য আক্রান্ত হয়ে পালিয়ে আসে?'

বজ্রধর উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, মনে পড়ে।'

দিব্যদৃষ্টি আবার প্রশ্ন করলে, 'সেই যুবকের সন্ধান আপনি রাখেন?'

বজ্রধর বললে, 'সন্ধানে জেনেছি, ওই ঘটনার মূলে আমাদের সৈন্যরাই অন্যায় করে গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করেছিল সাময়িকভাবে। তাই শুধু সেই যুবকের সন্ধান করা প্রয়োজনীয় মনে করিনি।'

দিব্যদৃষ্টি আবার বললে, 'এই একই রকম ঘটনা আরো দু-চারটি গ্রামে ঘটে গেছে, এ তো আপনি জানেন নিশ্চয়?'

বজ্রধর উত্তর দিল, 'না, কোন গ্রাম থেকে আমি সে খবর পাইনি।'

দিব্যদৃষ্টি জয়ন্তদেবের দিকে চেয়ে বললে, 'প্রভু, ভৃগু নামে একটি বয়স্ক ব্রাহ্মণ এসেছেন, যদি বলেন তাঁকে আপনার সামনে আনতে পারি।'

জয়ন্তদেব হাতের ইঙ্গিতে আনতে বলে আসনের উপাধানে হেলান দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভৃগুদেবকে নিয়ে এলো দিব্যদৃষ্টি। ভৃগুদেব হাতজোড় করে এসে দাঁড়ালো। তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে জয়ন্তদেব বললেন, 'আপনার নিবাস?'

'বিষ্ণুগ্রাম প্রভু।'

দিব্যদৃষ্টি তাঁকে বললে, 'আপনি বলুন দাণ্ডপাশিকের কাছে ইতি-পূর্বে কোন সংবাদ এনেছিলেন কি না?'

দাণ্ডপাশিকের দিকে ভীতভাবে চেয়ে ভৃগু বললে, 'হাঁ, তা—তা ...।'

জয়ন্তদেব আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'নির্ভয়ে বল, সত্য বল!'

বজ্রধর বললে, 'ওঁর বলার প্রয়োজন নেই প্রভু, আমি নিজেই বলছি। এই লোকটি সত্যই আমায় সংবাদ দিয়েছিল, কিন্তু এঁকে আমার বিশ্বাস হয়নি, গ্রাম্য বালিকা মঞ্জুলিকার প্রতি এই বৃদ্ধের আসক্তি ও মদন নামক এক যুবকের প্রতি বিরাগ জেনে আমার সন্দেহ জন্মায় যে এই লোকটি স্বার্থান্বেষী মিথ্যাবাদী।'

দিব্যদৃষ্টি বললে, 'প্রভু, আমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে।' জয়ন্তদেব আদেশের স্বরে বললেন, 'বজ্রধর!'

বজ্রধর বললে, 'প্রভু, শপথ নিয়ে বলছি, আমার জ্ঞাতসারে আমি কোন অপরাধ করিনি।'

জয়ন্তদেব বললেন, 'কিন্তু দাণ্ডপাশিক তোমার অজ্ঞাতসারে যা ঘটেছে তা রাজ্যরক্ষার পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক!'

বজ্রধর বললে, 'আদেশ করুন প্রভু, একপক্ষের মধ্যে ওই যুবককে আমি আপনার সম্মুখে আনবো।'

জয়ন্তদেব বললেন, 'যদি না পারো ?'

'যা দণ্ড দেবেন মাথা পেতে নেবো।' বললে বজ্রধর।

জয়ন্তদেব বললেন, 'বেশ। যদি প্রয়োজন হয় সৈন্যদল তোমার সঙ্গে নেবে, গ্রামবাসীরা যদি বাধা দেয় তাদের সমূলে দমন করবে। আর এমন শিক্ষা দেবে, যেন ভবিষ্যতে বিদ্রোহের কল্পনা করতেও ভয় পায়।'

ভৃগুদেব হাতজোড় করে বললেন, 'প্রভু, আমি ওঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, শুধু একটা '

'বলো তোমার কি চাই ? সহস্র মুদ্রা তুমি পাবে, যদি যুবককে বন্দী করায় সাহায্য করতে পারো।'

ভৃগু বললেন, 'আর একটি প্রার্থনা···'

জয়ন্তদেব বললেন, 'নির্ভয়ে বলো।' (ভৃগুদেব নীরব) 'বলো ব্রাহ্মণ !'

ভৃগুদেব নিম্নস্বরে বললেন, 'লজ্জাজনিত বাক্যরোধ প্রভু, তাই '

জয়ন্তদেব উচ্চহাস্য করে বললেন, 'কুমারী মঞ্জুলিকাকে···'

ভৃগুদেব অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল—'হেঃ-হেঃ-হেঃ।'

জয়ন্তদেব দৃঢ়স্বরে বললেন, 'না, ওটা সম্ভব নয়, তুমি প্রায় বৃদ্ধের কোঠায়, এক্ষেত্রে মঞ্জুলিকা দিব্যদৃষ্টির প্রাপ্য, বুঝেছ ?'

ভৃগুদেব ক্ষুণ্ণ মনে বললেন, 'প্রভুর ইচ্ছা। কিন্তু প্রভু, বিষ্ণুগ্রামের মদন থাকতে মঞ্জুলিকাকে কেউ লাভ করতে পারবে না।'

জয়ন্তদেব সোজা হয়ে বসে বললেন, 'মদন কে ?'

ভৃগুদেব বললেন, 'মদন ওই রাজদ্রোহী যুবকের শিষ্য। বিষ্ণুগ্রামকে সৈন্যদের শিক্ষা-শিবির করে তুলেছে গ্রাম্য যুবকদের অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে। এই অর্বাচীন জীবিত থাকতে···'

জয়ন্তদেব বললেন, 'বটে ! দাণ্ডপাশিক এই মদন ও মঞ্জুলিকাকে যেন এক সপ্তাহের মধ্যে বন্দী অবস্থায় আনা হয়।

দাণ্ডপাশিক বললে, 'যথা আজ্ঞা প্রভু !'

জয়ন্তদেব বললেন, 'তোমরা এখন যেতে পারো, আমি একটু বিশ্রাম করবো।' সসম্ভ্রমে প্রণাম করে তারা চলে গেল।

জয়ন্তদেব একটু পায়চারি করে চিন্তিত মুখে ঠেস দিয়ে বসলেন। প্রতিহার প্রবেশ করে বললে, 'দেব, মাগধী নর্তকী চিত্রলেখা আপনার দর্শনপ্রার্থী।'

'তাকে আসতে বলো; আমার কিছু পানীয় দাসীদের আনতে বলো।'

অল্প পরে চিত্রলেখা প্রবেশ করলো; পরণে মাগধী ঘাঘরা স্বচ্ছ ওড়নায় ঢাকা কারুকার্য শোভিত কাঁচুলি, কাঞ্চি, উন্মুক্ত কটিদেশ, নাভি গর্ত, কাঞ্চনবর্ণা গাত্রে নানা স্বর্ণাভরণ। মাথায় বেণীর আকারে কেশবিন্যাস, একটি তুষার শুভ্র পদ্মকলি বেণীতে গোঁজা, লীলায়িত ভঙ্গিমায় চিত্রলেখা জয়ন্তদেবকে প্রণাম জানালো।

জয়ন্তদেব বললেন, 'এসো চিত্রলেখা, আসন গ্রহণ করো।'

চিত্রলেখা মৃদু হেসে, জয়ন্তদেবের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করে বললে নিম্নকণ্ঠে, 'দেব, আজ না এলেই ভাল হতো!'

'কেন? কেন?'

'আপনার মুখে অপরিচিত রেখা দেখছি, শরীর অসুস্থ নাকি?'

জয়ন্তদেব দাসীর এনে দেওয়া পানীয় পান করে বললেন, 'অসুস্থ নই, শুধু একটু...'

'থামলেন কেন, বলুন আপত্তি না থাকলে, আমি যদি কোন সাহায্য করতে পারি দেব।'

জয়ন্তদেব বললেন, 'রাজকার্য সংক্রান্ত চিত্রলেখা।'

'থাক বুঝেছি।'

'না না, তোমাকে বলতে বাধা নেই।'

নিম্নস্বরে চিত্রলেখা বললে, 'আমি জানি দেব, বলার দরকার হবে না।'

ব্যস্ত হয়ে জয়ন্তদেব বললেন, 'তুমি জানো? মানে?'

চিত্রলেখা একটু হেসে বললে, 'জানি দেব, জানি। প্রজারা কুমার—মাত্যকে রাজা বলে মানতে প্রস্তুত নয়, এই না?'

'তুমি কি করে জানলে চিত্রলেখা?' ভ্রুকুঞ্চিত করে জয়ন্তদেব প্রশ্ন করলেন।

চিত্রলেখা সোজা চেয়ে বললে, 'আপনার শত্রুদের কাছে নিশ্চয় নয়।'

'তবু বলই না।'

'বিষ্ণু মন্দিরের এক দাসীর মুখে শুনেছি সে নাকি এক ভিক্ষু যুবকের মুখে প্রজাদের মনোভাব জেনেছে। (মৃদু হেসে) বঙ্গের সিংহাসন যাঁর লক্ষ্য, তিনি এত সামান্য ব্যাপারে বিচলিত হলে চলে?'

জয়ন্তদেব সংযত হয়ে বললেন, 'বিচলিত মোটেই না, শুধু প্রস্তুতি কিভাবে করবো সেই চিন্তা।'

চিত্রলেখা কুটিল হাস্যে লীলায়িত ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে বললে, 'দেব, আমি একটি নতুন নৃত্য রচনা করেছি, আপনার মনে চিন্তা দূর করতে পারে। দেখবেন?'

জয়ন্তদেব উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি সুখী হবো।'

জয়ন্তদেব সোজা হয়ে বসলেন, নৃত্য শুরু করলো চিত্রলেখা। জয়ন্তদেব প্রতিহারকে ইশারায় ডেকে নিম্নস্বরে বললেন, 'যবন দেশীয় সুরা।' সে চলে গেল। একটু পরে পরিচারিকা একটি রৌপ্যথালায় পানপাত্র ও সুরাপাত্র সাজানো এনে জয়ন্তদেবের সামনে ধরলো। জয়ন্তদেব পান শেষ করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইলো চিত্রলেখার দিকে।

নৃত্য-ছন্দ ক্রমে বাড়তে বাড়তে রুদ্র রূপ নিলো। দেহ ভঙ্গিমায় উত্তেজিত জয়ন্তদেব আসন ছেড়ে এগিয়ে 'নৃত্যরতা' চিত্রলেখাকে জড়িয়ে ধরলেন।

চিত্রলেখা তড়িৎ নিজেকে মুক্ত করে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'ছিঃ জয়ন্তদেব, নর্তকী আমি—নৃত্যরতা, এ কি নীতিবিরুদ্ধ আচরণ?'

জয়ন্তদেব নিজেকে সংযত করে বললেন, 'আমায় ক্ষমা করো চিত্রলেখা। আমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছি।'

চিত্রলেখা রাগত সুরে বললে, 'নৃত্যরতার অঙ্গ স্পর্শ খুবই অশোভন।'

জয়ন্তদেব লজ্জিত স্বরে বললেন, 'চিত্রলেখা, আজও কি তোমার ওপর আমার কোন অধিকার জন্মায়নি ?'

চিত্রলেখা মৃদু হেসে বললে, 'অধিকার !'

সেই সময় পত্র হাতে প্রবেশ করলো প্রতিহার। পত্র পাঠ করতে করতে জয়ন্তদেবের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। তিনি প্রতিহারকে বললেন, 'আমার অশ্ব প্রস্তুত করাও, অঙ্গ-রক্ষকদের আদেশ জানাও এই মুহূর্তে আমি রাজধানী যাত্রা করবো। চিত্রলেখা, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া পরে হবে, এই দেখ পত্র, গর্গদেবকে খবর জানিও।'

চিত্রলেখা এ খবরই যেন প্রত্যাশা করছিল। সে খুশী মনে বললে, 'এই তো সুযোগ দেব !'

জয়ন্তদেব বললেন, 'কি ইঙ্গিত করছো চিত্রলেখা ?'

চিত্রলেখা বললে, 'খুবই সরল দেব। একই সঙ্গে বিধবা রাণী ও বিদ্রোহী প্রজাদের ধ্বংসসাধন করে সিংহাসন লাভ। কেমন তাই না ?'

'ঠিক তাই।'

চিত্রলেখা বললে, 'সম্ভব নাও হতে পারে।'

জয়ন্তদেব বললেন, 'কেন নয় ? ওই বিদ্রোহী প্রজাদের দিয়ে রাণীর উচ্ছেদ, তারপর প্রজার উচ্ছেদ আমার সুশিক্ষিত সৈন্যদল দিয়ে।'

মৃদু হেসে চিত্রলেখা বললে, 'অপেক্ষায় থাকবো দেব! এখন আমায় বিদায় দিন।'

জয়ন্তদেব বললেন, 'এসো, কিন্তু চিত্রলেখা আমার বিজয় উৎসবের নৃত্য রচনা করে রেখো।'

চিত্রলেখা কুটিল হাস্যে প্রণাম জানিয়ে প্রস্থান করলো।

৩য় পর্ব

॥ ১ ॥

গৌড়বঙ্গের গঙ্গাতীরবর্তী বনভূমির মধ্যে রাণী দেদ্দাদেবীর সাময়িক ছাউনি বাসস্থান। আপন দেহরক্ষী সৈন্যদল অশ্ব হস্তী ও প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে এই বনভূমির মধ্যে গোপনতা রক্ষা করে। ঘন অরণ্যের একপ্রান্তে একটি কুটির সম্মুখে চত্বরের ওপর স্থাপিত বিরাট দামামা বন্যপশু বা শত্রু আক্রমণের সঙ্কেত দেওয়ার জন্যে রক্ষিত। পার্শ্বে অশ্বশালা, হস্তীশালা, তাদের তত্ত্বাবধান করার জন্যে লোকজনের বাসস্থান ইত্যাদি। চত্বরের এককোণে দেদ্দাদেবী উপবিষ্ট।

বৃক্ষের অন্তরাল থেকে গোপালদেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'লক্ষ্য ঠিক রাখ ধর্ম; সাবধানে বর্শা নিক্ষেপ করো।'

একটা শব্দ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গলা, 'লক্ষ্যভেদ করেছি পিতা, আবার নিক্ষেপ করি?'

'করো।'

দেদ্দাদেবী দাঁড়িয়ে জোরে ডাকলেন, 'ধর্ম—ধর্ম, এখানে এসো। তোমার পিতা পরিশ্রান্ত, ওঁকে বিশ্রাম করতে দাও।' অন্তরাল থেকে ধর্ম ও গোপালদেব দেদ্দাদেবীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। ঘর্মাক্ত দুজনেই। ধর্মের হাতে বর্শা তীর ধনুক ঢাল। গোপালদেব বসলেন চত্বরে, খালি গা, হাটুর ওপর মালকোচা দেওয়া ধুতি আর কোমরবন্ধ; ধর্মর পোশাকও তাই। সে হাসতে হাসতে মায়ের কাছে দাঁড়ালো; তাকে হাসতে দেখে দেদ্দাদেবী প্রশ্ন করলেন, 'এতো হাসি কেন?'

ধর্ম বললে, 'মা, শর সন্ধানে আজ পিতাকে পরাজিত করেছি।'

গোপালদেব হেসে বললেন, 'সত্য দেদ্দা, আমার চেয়ে ধর্ম ভাল লক্ষ্যভেদ করেছে আজ।'

দেদ্দাদেবী সে কথায় আমল না দিয়ে বললেন, 'জানো ধর্ম তোমার বয়সে তোমার পিতা নির্জন গঙ্গাবক্ষে দস্যু আক্রান্ত আমার নৌকায়, তরবারির কৌশলে তাদের সমূচ্ছেদ করে আমাকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর রণকৌশলে মুগ্ধ হয়ে আমাদের বৃদ্ধ মন্ত্রী, সেনাপতি ও রাজপুরুষরা বৈষ্ণবকুলতিলক তোমার পিতাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন আমার বৌদ্ধবংশের জন্যে উদার তোমার পিতা আপত্তি জানাননি। তোমার পিতার সমরকৌশল নিয়ে কোন কটাক্ষ করো না কোনদিন। তাঁর পিতা পিতামহ বারেন্দ্রভূমির প্রসিদ্ধ অস্ত্রবিদ ও পণ্ডিত।'

ধর্ম লজ্জিত হয়ে গোপালদেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মস্তক চুম্বন করে গোপালদেব বললেন, 'কিছু ভেবো না পুত্র, তোমার মা আমাকে বেশি বড় করে দেখেন।'

রাগতভাবে দেদ্দাদেবী বললেন, 'মোটেই না ধর্ম, আজ তোমার পিতার মন নানা কারণে বিক্ষিপ্ত, তাই শরসন্ধানে মনও একাগ্র হয়নি। আমি দেখেছি কোনদিন তাঁর নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।'

লজ্জিত ধর্ম বললে, 'মা আমায় ক্ষমা করো, আমি কিছু চিন্তা না করেই উচ্ছ্বাসবশে ওকথা বলেছিলাম তোমাকে খুশি করার জন্যে; পিতার অসম্মান হতে পারে এ কথা মনে আসেনি।'

'আর কোনদিন বাচালতা করো না ধর্ম। যাও, ভেতরে জলপান গ্রহণ করো, অনেকক্ষণ ব্যায়াম করেছ।'

ধর্ম মাথা নিচু করে কুটিরে প্রবেশ করলো; দেদ্দাদেবী গিয়ে গোপালদেবের পাশে বসলেন।

গোপালদেব মমতা ভরা কণ্ঠে বললেন, 'রাণী! কেন ছেলেটাকে ভর্ৎসনা করলে। ছেলেমানুষ, ও কি অত চিন্তা করতে পারে! একটু আনন্দ প্রকাশ করা এমন কিছু অপরাধ নয়।'

নিজের আঁচল খুলে নিয়ে গোপালের ঘর্মাক্ত দেহ সযত্নে মুছতে মুছতে দেদ্দাদেবী চোখ পাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আবার তুমি রাণী

বলছো দেদ্দা, বলতে কি মুখে আটকায়? ছেলেকে আদর দিয়ে মাথায় তুলো না, বাক্য সংযম এই বয়সে শিক্ষনীয়, ভুলে যেও না।'

'ওরে বাবা! আজ তোমার হলো কি দেদ্দ', পাঠশালা খুলবে নাকি?' হাসতে হাসতে বললেন গোপালদেব।

কিছু উত্তর না দিয়ে হেসে সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দেদ্দাদেবী বললেন, 'তুমি ওই শীতলপাটিতে বিশ্রাম করো। মনে রেখো, এখানে বিশ্রামের জন্যে আছ, ছেলে নিয়ে হৈ-হৈ করার জন্যে নয়। শুয়ে পড়ো, আমি তোমার পানীয় ও মিষ্টান্ন নিয়ে আসি!'

তাঁর দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে গোপালদেব বললেন, 'যাও রাণী!'

ভ্রুকুটি করে দেদ্দাদেবী বললেন, 'আবার রাণী!'

'আমার রাণী শুধুই আমার।'

'যাও!' দেদ্দাদেবী চলে গেলেন খুশি খুশি পা চালিয়ে। গোপালদেব হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বুজলেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে দেদ্দাদেবী একহাতে একটি জামবাটি পাথরের ও একটি পাথরের থালা নিয়ে এলেন, পেছনে জলপাত্র গামছা নিয়ে এলো দাসী।

দেদ্দাদেবী বললেন, 'ওঠো, হাত-মুখ ধুয়ে জলযোগ করো।'

গোপালদেব উঠে বসে বললেন, 'রাখো। কি এনেছ দেদ্দা? তোমার করা তো?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! অন্যের করা খাদ্য কবে খেয়েছ?'

'কি আছে?'

গৌড়বঙ্গের আম্র, ইক্ষু, নারিকেল তিনটি তোমার প্রিয় খাদ্য এনেছি, বাটিতে ইক্ষুরস মিশ্রিত আম্রনির্যাস, থালাতে নারিকেল মিষ্টান্ন।'

'সব আমি খেয়ে ফেলবো, কিছু সরিয়ে রেখে দাও, খুব ক্ষুধা দেদ্দা।'

'হাত-মুখ ধুয়ে নাও, দাসী জল দিচ্ছে।'

গোপালদেব হাত-মুখ ধুয়ে মুছে সামনে রাখা খাবারের সামনে বসে

দেদ্দাদেবীর দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু তুলে নাও দেদ্দা। তুমি তো জানো, আমি খেতে আরম্ভ করলে তোমার জন্যে রাখতে ভুলে যাই।'

হেসে দেদ্দাদেবী বললেন, 'দয়া করে খেতে শুরু করুন প্রভু। আমার জন্যে ক'দিনই বা চিন্তা করলে? যতটা পারো খেয়ে নাও!'

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হেসে খাওয়া শুরু করলেন গোপালদেব।

দেদ্দাদেবী বললেন, 'ভাল লাগছে?'

'অমৃত—অমৃত!' গোপালদেব খাওয়ায় মন দিলেন।

দেদ্দাদেবী মনের মধ্যে জমা আশঙ্কা প্রকাশ করে ফেললেন। খুব সাবধানে প্রশ্ন করলেন, 'ছেলেকে রণকৌশলী করার জন্যে এবার উঠে পড়ে লেগেছ দেখে আমি চিন্তিত হয়েছি দেব। এরপর ধর্মকে আমার কাছছাড়া করে নিজের সঙ্গে নিয়ে দেশসেবায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবে বোধহয়?'

গোপালদেব বেশ জোরে হেসে বললেন, 'চিন্তা ছাড়ো দেদ্দা, ধর্ম তোমারই থাকবে চিরকাল। মাতৃকুলগৌরব হয়ে তোমার বৌদ্ধবংশীয় কুলপরিচয়ে সে জগৎবিখ্যাত হোক, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। ধর্মকে তুমি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করো; ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের কাছে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করো, এই আমি চাই। পালবংশ যেন গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মিলিত সংস্কার সৃষ্টি করে। শতছিন্ন গৌড়বঙ্গে একতার বীজ বুনে দাও রাণী। ধর্ম তোমারই, আমি পিতা মাত্র জেনো!'

দেদ্দাদেবী নিশ্চিন্ত মনে গোপালের কাছ ঘেঁসে বসলেন। গোপালদেব খেতে খেতে বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'দেদ্দা, তোমার খুব কষ্ট হয় একা থাকতে, না?'

'তাতে তোমার কি এসে যায়?' ম্লান স্বরে উত্তর দেন দেদ্দাদেবী।

গোপালদেব অশান্তভাবে বলেন, 'বিশ্বাস করো দেদ্দা, এক এক দিন তোমাদের চিন্তায় আত্মহারা হয়ে পড়ি, সবকর্ম বিষাক্ত হয়ে ওঠে, সব কিছু নিরর্থক মনে হয়।'

দেদ্দাদেবী বললেন, 'তাই যদি হয়, আমাদের সঙ্গে নিলেই পারো?'

'তা সম্ভব নয় দেদ্দা।'

দেদ্দাদেবী অভিমান ভরে বললেন, 'তা জানি। আজ আমরা ছাড়া আর সবাই তোমার আপন, আমরা কেবল তোমার ভারস্বরূপ।'

মিনতি করে গোপালদেব বললেন, 'আমার ভুল বুঝো না দেদ্দা, তোমাদের সঙ্গে রেখে আমার দায়িত্ব আরো দ্বিগুণ হবে, তোমাদের বিপদের আশঙ্কায় আমি দুর্বল হয়ে পড়বো।'

রুদ্ধকণ্ঠে উত্তেজিত দেদ্দাদেবী বললেন, 'তাই বলে আমি তোমাকে বিপদের মুখে রেখে এখানে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাবো দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তোমার অমঙ্গলের কথা ভেবে ভেবে, এও যে আমি আর সইতে পাচ্ছি না!' শেষের দিকে গলা ভেঙে এলো, দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

গোপালদেব বিচলিত হয়ে দেদ্দাদেবীর হাত ধরে সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'রাণী, চন্তা করো না, আর বেশিদিন নয়, আমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে আসছে। এখন তোমার ধৈর্যচ্যুতি আমাকে নিরুৎসাহ করে দেবে। আজীবনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রজাপুঞ্জের এই দুর্দিনে তোমার স্বার্থত্যাগ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।'

দেদ্দাদেবী সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি আর কিছুই চাই না, মাঝে মাঝে তোমার মঙ্গল সংবাদ পেলেই আমি শান্ত থাকবো! কিন্তু তাও যে পাই না!'

আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে গোপালদেব বললেন, 'এবার থেকে সাধ্যমত চেষ্টা করবো সংবাদ দেবার। তোমার একটি দ্রুতগামী ছিপ আমায় দিতে পারো?'

'একটা কেন, আরো দরকার লাগলে বলো, খবর দিয়ে দিই, বিষ্ণু-গ্রামের ঘাটে পৌঁছে যাবে। তুমিও একটা ছিপেই ফিরবে তো, না অশ্বে?'

'দেখি দেদ্দা, আমি আমার গুপ্তচরের অপেক্ষায় আছি।' বলে গোপালদেব রাস্তা লক্ষ্য করলেন, একজন শীর্ণ শুষ্ক অবয়ব,, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,

হাতে একটি অসমাপ্ত বুদ্ধমূর্তি নিয়ে আসছেন দেখা গেল। তাঁকে চিনতে পেরে গোপালদেব বললেন, 'দেদ্দা, শিল্পী-মহাশয় আসছেন।'

ধীমান কাছে এসে হেসে বললেন, 'এই যে স্বামী-স্ত্রীতে প্রেমালাপ চলছে, এসে ভাল করিনি?'

গোপালদেব বললেন সহাস্যে, 'না হে না, প্রেমালাপ নয়, ক্রোধালাপ। এসো এসো, বসো!'

ধীমান গোপালের কাছে গিয়ে তাঁকে দেখে বললেন, 'কবে এলে, কদিন আছো দেবতা?'

গোপালদেব বললেন, 'কিছুদিন বিশ্রাম করবো স্থির করেছি। তোমার খবর কি?'

তাঁর কথায় উত্তর না দিয়ে ধীমান বললেন, 'যাক্ সুবুদ্ধি হয়েছে। দেখ গোপাল, দেদ্দা মাঠাকরুণকে নিরীহ পেয়ে তুমি ওর প্রতি রীতিমত অবিচার চালিয়ে যাচ্ছ! মাঝে মধ্যে দেখা হলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?' দেদ্দাদেবী কুটিরের দিকে প্রস্থান করলেন, কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করতে।

গোপালদেব হেসে বললেন, 'মহাভারত অশুদ্ধই হতে চলেছে, খবর রাখো কিছু?'

'ও, তুমি ওই অরাজকতার কথা বলছো? তা এর জন্যে তুমি কি করতে পারো?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি?'

'তা বটে, চেষ্টা করতে দোষ কি! ঠিক ঠিক কথা। তবে আমার দ্বারা কিছু আশা করো না, আমি আগেই বলে রাখছি গোপাল।'

হেসে গোপালদেব বললেন, 'কেন, সেই যে চীন দেশে গিয়ে মূর্তি গড়ার ইচ্ছা ছিল, সেটা তো পারবে?'

ধীমান উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, 'শুধু চীন কেন; তিব্বত, যবদ্বীপ, শ্যাম—সর্বত্র আজীবন ঘুরে বেড়াতে, শিক্ষা দিতে, ভারতীয় কলাবিদ্যার প্রচার করতে পারবো।'

এই সময় দেদ্দাদেবী মিষ্টান্ন ও পানীয় এনে দিলেন। হাত তুলে ধীমান বললেন, 'শতায়ু হও মা, স্বামীপুত্র নিয়ে।'

গোপালদেব বললেন, 'দেশ ছেড়ে থাকতে পারবে ?'

ধীমান বললেন, 'তুমি হাসালে গোপাল, আমার আবার দেশ। দেশ বলতে একটুকরো পাথর, আর প্রিয়জন বলতে খোদাইয়ের যন্ত্রপাতি।'

গোপাল বললেন, 'নিজের বেলায় বুদ্ধি টনটনে।'

ধীমান বললেন, 'আমার এক এক সময়ে মনে হয় জীবনে কোন মহৎ কার্য করা হলো না গোপাল।'

গোপালদেব বললেন, 'মহৎ কর্ম করে কাজ নেই ধীমান। যা করছো তাই করো।'

ধীমান বললেন, 'ধর্মভাই-এর জন্যে এই মূর্তিটা তৈরি করেছি, একবার দেখে নাও তোমরা।'

একসঙ্গে দেদ্দাদেবী ও গোপালদেব বললেন, 'চমৎকার অপূর্ব মূর্তি হবে, শেষ করো শীঘ্র।'

'এই সপ্তাহে শেষ হয়ে যাবে। তোমরা বসো, আমি আসি।'

ধীমান চলে গেলেন। দেদ্দাদেবী বসলেন।

গোপালদেব বললেন, 'দেদ্দা, ধীমানের অনুযোগ, তোমার ওপর আমি অবিচার করছি। সত্যই কি তাই ?'

দেদ্দাদেবী গোপালদেবের হস্তধারণ করে বললেন, 'না না, আমি তা মনে করি না ; তোমার অনুপস্থিতি আমার কাছে কষ্টদায়ক ঠিকই ; কিন্তু কর্তব্য আগে, তারপর সব কিছু মনে করি। তুমি এ নিয়ে নিজেকে অপরাধী ভেবো না তোমার স্বদেশ প্রেম আমার গর্বের বস্তু।'

গোপালদেব বললেন, 'আশা করি এই দুর্দিনের শেষ হবে, প্রকৃতি-পুঞ্জের সাহস ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছে জাতীয় একতার শক্তিতে। গৌড়বঙ্গের বিপদমুক্তি ঘটবে, শত্রু বিনাশ হবে দেদ্দা। এবারে

তোমার কাছে কিছুদিন বিশ্রাম নেবো মনস্থ করেই এসেছি। শরীর খুবই ক্লান্ত বোধ করছিলাম, তোমার সেবায় অনেক ভাল লাগছে।'

দেদ্দাদেবী বললেন, 'আমি খুব খুশি হব তোমার সেবার সুযোগ লাভ করে।' গোপালদেব শুয়ে পড়লেন পাটিতে। দেদ্দাদেবী মাথার কাছে বসে তাঁর কেশের মধ্যে আঙুল চালালেন, মস্তক কপাল টিপে দিতে আরামে চোখ বুজলেন গোপালদেব। নিদ্রার ঘোরে চোখ জুড়ে গেল। দেদ্দাদেবী মৃদুস্পর্শে তাঁর গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ, সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। হঠাৎ হংসবেগের কণ্ঠ শোনা গেল, 'দেব! দেব!' দেদ্দাদেবী সংযত হয়ে বসলেন, গোপাল-দেবের নিদ্রা ভঙ্গ হলো। উঠে বসে ভ্রুকুঞ্চিত করে চাইলেন। হংসবেগ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে, 'বড়ই দুঃসংবাদ, তাই আসতে বাধ্য হলাম। আমায় ক্ষমা করুন দেব!'

গোপালদেব ব্যস্তভাবে বললেন, 'বল হংসবেগ সঙ্কোচের কারণ নেই।'

তাঁর দিকে চেয়ে হংসবেগ বললে, 'জয়ন্তদেবের দাণ্ডপাশিক, সৈন্যদের সাহায্যে মদন ও মঞ্জুলিকাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিলো শ্রেষ্ঠীনগরের পথে।'

গোপালদেব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'সে কি! তারপর?'

হংসবেগ বললে, 'পথিমধ্যে দণ্ডগ্রামের গ্রামবাসীরা মঞ্জুলিকার ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে সৈন্যদের আক্রমণ করে মঞ্জুলিকাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মদন...।'

'কি বললে, মদন মুক্ত হয়নি!'

'না দেব!' বলে হংসবেগ কেঁদে ফেললো। গোপালদেব প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ পথে তারা মদনকে নিয়ে গেছে?'

হংসবেগ বললে, 'দণ্ডগ্রামের উত্তরদিকে শ্রেষ্ঠীনগরের দিকে।'

গোপালদেব চিন্তা করে বললেন, 'তুমি যাও মঞ্জুলিকাকে নিয়ে শ্রেষ্ঠীনগরের বিষ্ণুমন্দিরে আমার সঙ্গে মিলিত হবে, আমি দণ্ডগ্রাম ঘুরে

নদীপথে যাচ্ছি। দেদ্দা, হংসবেগকে অশ্বখাদ্য ও ওর জন্যে কিছু খাদ্য দিয়ে দাও, আমার জন্যে একটি দ্রুতগামী ছিপ ক্ষেপণিক সমেত, আর কিছু পাথেয়।'

দেদ্দাদেবী হংসবেগকে নিয়ে ভেতর দিকে চলে গেলেন। গোপালদেব পায়চারি করতে লাগলেন। কিছু পরে দেদ্দাদেবী গোপালের তরবারি ঢাল ও বর্শা গোপালের হাতে দিলেন।

গোপালদেব বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'বিদায় দাও রাণী! ওকি, তোমার চোখে জল যে!'

'না না, ও কিছু না দেব!' গোপালের হাতে একটি পুলিন্দা দিয়ে বললেন, 'স্বর্ণ ও রৌপ্য গুটিকা কিছু আছে তোমার সেবার জন্যে; ছিপ ক্ষেপণিকসহ নদীঘাটে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। দেদ্দাদেবী প্রণাম করলেন।

তাঁর হাত ধরে মুখের দিকে চেয়ে গোপালদেব বললেন, 'ভেবো না শীঘ্রই এ দুঃখের অবসান হবে নারায়ণের কৃপায়; ভগবান তথাগত তোমায় শান্তি দিক। আসি দেদ্দা!'

ত্বরিতপদে গোপালদেব দ্বারের দিকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ২ ॥

শ্রেষ্ঠীনগর প্রান্তে উচ্চ-প্রাচীর ঘেরা উদ্যান মধ্যে বিষ্ণুমন্দির। তাল তমাল কদম্ব হরীতকী আমলকী বয়ড়া নিম বেল আম্রবৃক্ষে ঘেরা ছায়াঘন পরিবেশ, দূর্বাদলের মধ্যে সজ্জিত তুলসীমঞ্চ, পুষ্পোদ্যানে ফুলের বাহার। বিষ্ণুমন্দির সম্মুখে নাটমন্দিরে চিত্রলেখা বসে আছে উদাস দৃষ্টিতে উদ্যানের দিকে চেয়ে। অপরাহ্ন বেলাশেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বৌদ্ধভিক্ষুর ছদ্মবেশে গোপালদেব বাগান পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন নাটমন্দিরে। তাঁকে দেখে চিত্রলেখা উঠে তাঁকে প্রণাম করলো, বিস্মিত চোখে চেয়ে।

গোপালদেব বললেন, 'দেবী! কুমারমাত্য জয়ন্তদেব কি এখন নগরেই অবস্থান করছেন?'

চিত্রলেখা বিনয়ী সুরে বললে, 'না মহাশয়, তিনি রাজকার্য উপলক্ষে বঙ্গ রাজধানীতে আছেন। আপনি বিদেশী মনে হচ্ছে, কি কারণে এখানে আগমন জানতে পারি কি?'

গোপালদেব বললেন, 'কারণ কিছু না, শুধু জয়ন্তদেবের দর্শনপ্রার্থী।'

'তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে এখানে কিছুদিন অবস্থান করতে হবে।'

গোপালদেব বললেন. 'যদি আপত্তি না থাকে, একদিন আমি এই মন্দিরে আশ্রয় পেতে পারি কি দেবী?'

চিত্রলেখা বললে, 'পূর্বদিকে কিছু দূরেই বৌদ্ধবিহার বর্তমান। সেখানে আপনার অবস্থান সুবিধাজনক হবে মহাশয়।'

'আপনাদের যদি আপত্তি থাকে, অবশ্যই আমি অন্যত্র চেষ্টা করবো।'

চিত্রলেখা ব্যস্তভাবে বললে, 'না না, আমাদের আপত্তি নয়, আপনার সুবিধা হবে চিন্তা করে এই প্রস্তাব করেছি।'

গোপালদেব হেসে বলেন, 'আমি ভীত হয়েছিলাম এই ভেবে যে. দেশের অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিদ্বেষও উপস্থিত হয়েছে। বৌদ্ধ-ভিক্ষুর আজ হিন্দুর কাছে আশ্রয় মিলছে না।'

চিত্রলেখা অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, 'আমায় ক্ষমা করুন, আমি কিছু না ভেবে সরল মনে ওকথা বলেছিলাম। আপনি বিশ্রাম করুন. আমি আপনার সেবার ব্যবস্থা করি।'

চিত্রলেখা চলে গেল ভেতরের দিকে ; গোপালদেব প্রাচীরের দ্বার-দেশে গিয়ে তিনটি তুড়ি দিলেন। প্রাচীর অন্তরাল থেকে ভীম এবং আরো দুজন সঙ্গী বেরিয়ে এলো। নিম্নস্বরে গোপালদেব বললেন, 'আমি এইখানে থাকবো, তোমরা সন্ধান নাও প্রাসাদের কোনদিকে

মদনকে বন্দী করে রেখেছে। ’অনুচরেরা চলে গেল। গোপালদেব বাগানে পায়চারি করতে লাগলেন চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে।

হাত-পা ধোবার জল, আসন ও কিছু ফলমূল নিয়ে দুটি দাসী ও চিত্রলেখা নাটমন্দিরে এলো। তাদের দেখে গোপালদেব এগিয়ে গেলেন। তাঁর পা ধুইয়ে দিল দাসীরা। চিত্রলেখা আসন পেতে দিয়ে বললে, ‘আপনি কিছু আহার করে বিশ্রাম করুন, আমি রাজপুরোহিতকে সংবাদ পাঠাই।’

‘তোমাদের মঙ্গল হোক’ বলে গোপালদেব খেতে বসলেন। খেতে খেতে বললেন, ‘দেবী, আপনার পরিচয় পেলে বড়ই সুখী হতাম। আপনার মত অতিথিপরায়ণা নারী এই মাৎস্যন্যায়ের সময়ে দুর্লভ।’

‘পরিচয় অতি ক্ষুদ্র দেব, শ্রেষ্ঠীনগরের নর্তকী মাত্র।’

গোপালদেব বললেন, ‘নর্তকী! তাহলে অরাজক গৌড়বঙ্গে এখনও শিল্পীর মর্যাদা আছে?’

চিত্রলেখা বললে, ‘আপনি বারবার অরাজকতার কথা উল্লেখ করছেন কেন? এখনও প্রতি মণ্ডলে মণ্ডলাধিপতি, কুমারমাত্য প্রভৃতি রাজ্যশাসন করছেন।’

‘রাজ্যশাসন আর পালন এক নয় দেবী।’

‘রাজনীতি বুঝি না দেব! আপনি একটু অপেক্ষা করুন, রাজ-পুরোহিত এসে পড়বেন। আমি একটু ভেতরে যাব।’

‘এসো।’

কিছুক্ষণের মধ্যে পুরোহিত গর্গদেবকে নিয়ে প্রবেশ করলো চিত্রলেখা। তীক্ষ্ণ চক্ষু ও নাসিকা, গৌরবর্ণ দীর্ঘ অবয়ব, পরিধানে পট্টবস্ত্র। তিনি একবার গোপালদেবের দিকে চেয়ে মৃদু গুপ্ত হাসি হেসে বললেন, ‘চিত্রলেখা, তুমি সকলকে নিয়ে বিশ্রাম করোগে যাও।’ ইঙ্গিতে চিত্রলেখাকে কি যেন বোঝালেন, সে সকলকে নিয়ে চলে গেল। গর্গদেব হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন গোপালদেবের সামনে।

‘কি সংবাদ গর্গদেব? জয়ন্তদেব কবে ফিরবে?’

গর্গদেব বললেন, 'ঠিক নেই গোপাল, রাজধানীতে একটি কূটনৈতিক কারণেই মনে হয় আছেন ; তোমার সংবাদ কি, কবে এখানে এসেছো ? ঘাঁটি ভিক্ষু হয়েছ, মালপত্তর লোকজন থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ?'

গোপালদেব হেসে বললেন, 'আপনার শ্রেষ্ঠীনগরে কি প্রথম এলুম, ব্যবস্থা আগেই করা আছে। মন্দিরে এলাম আপনার সঙ্গে পরামর্শ আছে। সংবাদ শুভ নয়, আমার প্রিয় শিষ্য মদনকে দাণ্ডপাশিক বন্দী করে এখানে এনেছে, তাই আপনার সাহায্য দরকার।'

গর্গদেব বললেন, 'বসো বসো গোপাল, নিশ্চিন্ত হও। আমি খবর পেয়েছি, বিদ্রোহী প্রজারা গোপালের শিষ্যকে মুক্ত করেছে পথে ; লজ্জায় দাণ্ডপাশিক মহাশয় নগরে না ফিরে তার সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।'

গোপালদেব হাসিমুখে বললেন, 'শুভ সংবাদ। আমাদের এখানের কাজ কতদূর গর্গদেব ?'

'প্রায় প্রস্তুত গোপাল। তোমার অবিলম্বে রাজধানীতে যাওয়া উচিত ; সেখানে প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তোমার উপস্থিতি তারা একান্তভাবে কামনা করছে। আমি উপযুক্ত লোকের অভাবে তোমার বিষ্ণুগ্রামের শিবিরে সংবাদ দিতে পারিনি।'

'আপনার কি মনে হয় সময় আগত ?'

'নিশ্চয় গোপাল। বিলম্ব করলে কুমারমাত্য জয়ন্তদেব কূটকৌশলে প্রজাদের ভুলিয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারে। জয়ন্তদেবের মনের ইচ্ছা আমার পূর্বেই জানা হয়েছে চিত্রলেখার কাছে।'

এই সময় একদল ভিক্ষুক মন্দিরের উদ্যানে এসে দাঁড়ালো। জীর্ণ শীর্ণ শতছিন্ন বস্ত্র পরিহিত। তাদের দেখে উত্তেজিত বিচলিত গোপাল-দেব বললেন, 'একি গর্গদেব ? এ কি দৃশ্য দেখছি শ্রেষ্ঠীনগরে !'

গর্গদেব কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'এই তো বর্তমান রূপ গোপাল, গ্রামে নগরে সর্বত্র। লুণ্ঠিত শোষিত কর্ষকদল। যে দেশে ভিক্ষা শব্দ অজানা ছিল, সেখানে শুধু ভিক্ষা শব্দ নয়, মূর্তিমান ভিক্ষুকদল পথে পথে অন্নের জন্যে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে।'

সমবেত ভিক্ষুকদল হাত পেতে বললে, 'আমরা ক্ষুধার্ত, নারায়ণের নামে অন্নমুষ্টি ভিক্ষা দাও।'

গোপালদেব তাদের দিকে এগিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কারা? কোথায় নিবাস?'

একজন বৃদ্ধ বললে, 'দেব, আমরা কর্ষক। ভূস্বামীর শোষণে সৈন্যদের ও বলবানের অত্যাচারে আমরা কপর্দকশূন্য ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছি। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, গৃহ নেই, অনাহারে নিজেদের সামর্থ্য পর্যন্ত হারিয়ে আজ দয়ার ভিখারী। বলুন দেব, ভগবান বুদ্ধের কাছে—নারায়ণের কাছে কি অপরাধ করেছি, যে আমাদের এই শাস্তিভোগ? সত্যপথে সাধু পরিশ্রমের মূল্য কি এই ভিক্ষাবৃত্তি? বলুন ঠাকুর, কেন এই অবিচার?'

গর্গদেব বললেন, 'এই অবিচার ভগবানের নয়, মানুষের।'

গোপালদেব বললেন, 'এর জন্যে অপরাধী আমরা, আমাদের দুর্বলতা।'

বৃদ্ধ চাষী বললে, 'আর কতদিন এভাবে আমরা বাঁচবো দেব? আপনারা সমাজের গণ্যমান্য ধার্মিক মহাজন, আপনারা আমাদের রক্ষা করুন।'

গোপালদেব বললেন, 'চিন্তা ছাড়ো, সংঘবদ্ধ হও। এ দুঃখের দিন সীমাহীন নয়, অত্যাচার মেনে নেওয়ার দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠো, শুভদিন আগতপ্রায়।'

গর্গদেব বললেন, 'তোমরা ওই অতিথিশালায় বিশ্রাম করো, আমার সাধ্যমত তোমাদের সেবার ব্যবস্থা করছি।'

ভিক্ষুকদল ধীরে ধীরে চলে গেল।

গর্গদেব অশান্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'গোপাল, আর বিলম্ব নয়, গৌড়বঙ্গ শ্মশান হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে আমিও থাকবো, রাজধানীতে যাবো। প্রয়োজন হলে অস্ত্রধারণ করবো।'

গোপালদেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে রাজধানীতে নয়

গর্গদেব, এখানেই আপনার উপস্থিতি বেশী প্রয়োজন। ঝড়ের পূর্বাভাষ দেখতে পাচ্ছি। মদন ও মঞ্জুলিকার বন্দিত্ব, দক্ষিণের সমস্ত গ্রামগুলির মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওরা ওই তল্লাটে অতি প্রিয় যুবকদের মধ্যে। এই সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পরিচালনা আপনার পক্ষে সহজ হবে, আমি অন্যদিকের কাজ নিশ্চিন্ত মনে করতে পারবো।'

'তবে তাই হোক গোপাল, এখন থেকে পৌরোহিত্য নয়, রাজনীতি আমার ধর্ম হলো।'

এই সময় মঞ্জুলিকাকে সঙ্গে নিয়ে হংসবেগ মন্দির চত্বরে এলো। সে হাতজোড় করে বললে, 'ব্রাহ্মণ। বিপন্না এই কুমারীকে আপনার মন্দিরে একটু আশ্রয় দিন।'

গোপালদেব হেসে বললেন, 'বিপন্নাকে আশ্রয় দিতে পারে, এমন কেউ এখনও আছে নাকি যুবক?'

কণ্ঠস্বরে চিনতে পেরে উৎফুল্ল স্বরে হংসবেগ বললে, 'গৌড়বঙ্গে সুসন্তানের অভাব হবে না ভিক্ষু।'

গোপালদেব তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আত্মপ্রকাশ করো হংসবেগ, গর্গদেব আমাদের বন্ধুস্থানীয়।'

মঞ্জুলিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হংসবেগ বললে, 'দেবী, অধোবদনের কারণ নেই, গোপালদেব বুদ্ধদেবরূপে এখানে উপস্থিত।'

কাঁদতে কাঁদতে মঞ্জুলিকা গোপালদেবের পদতলে পড়লো। হাত ধরে তাকে উঠিয়ে গোপালদেব বললেন, 'ছিঃ বোন, শান্ত হও।'

মঞ্জুলিকা কান্নার স্বরে বললে, 'দেব। মদনদেব দাণ্ডপাশিকের হাতে বন্দী, কেন আমি তাঁকে মুক্ত করার জন্যে প্রাণ দিতে পারলাম না? শাস্তি দিন দেব আমার অপরাধের।'

হেসে গোপালদেব বললেন, 'ধৈর্য ধরো বোন, এত উতলা হওয়া কি বীরাঙ্গনার সাজে?'

'তিনি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, আমি ধৈর্য ধারণে অক্ষম দেব। আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে তাঁকে মুক্ত করবো, পথ বলে দিন।'

গর্গদেব হেসে বললেন, 'সাধু—সাধু মঞ্জুলিকাদেবী। তবে দুঃখ এই যে, আপনার প্রাণের বিনিময়ে মদনদেবের উদ্ধার আর সম্ভব হলো না।'

মঞ্জুলিকা আর্তকণ্ঠে বললে, 'এর অর্থ স্পষ্ট করে বলুন ব্রাহ্মণ!'

গর্গদেব হাসিমুখেই বললেন, 'মদনদেব নিরাপদ দেবী, পথিমধ্যে গ্রামবাসীরা দাণ্ডপাশিককে কদলী প্রদর্শন করে তাঁকে মুক্ত করেছে, এখন তিনি মুক্ত বিহঙ্গ। অবশ্য কোন কূটনৈতিক কারণে কিছু জয়ন্তদেবের সৈন্য গ্রামবাসীদের সাহায্য করেছিল।'

মঞ্জুলিকা গোপালদেবের দিকে চেয়ে আগ্রহভরে বললে, 'সত্য দেব, সত্য?'

'সত্য মঞ্জুলিকা।'

'এখন আমার কি কর্তব্য দেব?'

গোপালদেব স্থিরভাবে বললেন চিন্তার মধ্যে, 'হংসবেগ মদনের সন্ধান করবে, 'তুমি আমার সঙ্গে রাজধানীতে যাবে। বিষ্ণুগ্রামের সমস্ত অস্ত্রশিক্ষিত যুবকদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজধানী আসতে বলা হয়েছে।'

মঞ্জুলিকা বললে, 'আপনার সঙ্গে থেকে আপনার ভারস্বরূপ হয়ে যাবো দেব।'

গোপালদেব বললেন, 'এ ছাড়া উপায় কি?'

মঞ্জুলিকা বললে, 'যদি আদেশ করেন তো বলি।'

গোপালদেব বললেন, 'বলো।'

মঞ্জুলিকা বললে, 'যদি অনুমতি করেন, আমি আপনার অঙ্গরক্ষকের কর্তব্য পালন করতে প্রস্তুত দেব।'

গোপালদেব হেসে বললেন, 'দেবসেবায়, অতিথিসেবায় অভ্যস্ত তোমার ওই দুটি পদ্মহস্ত অসি ধারণের মোটেই উপযুক্ত নয়।'

'কিন্তু দেব, আপনার উপদেশ স্মরণ করুন। এই দুর্দিনে নারীর দুর্বলতার অবসর কই? সেই বিষ্ণুগ্রামের মন্দির চত্বরের কথা কি ভুলে গেলেন?'

গোপালদেব লজ্জিত হয়ে বললেন, 'মনে আছে বোন! কিন্তু ভাবছি অঙ্গরক্ষকের দুরূহ কর্ম কি তোমার পক্ষে সম্ভব?'

মঞ্জুলিকা কাপড়ের মধ্যে থেকে তরবারি বের করে বললে, 'পরীক্ষা করে দেখুন দেব! আপনার শিষ্যের শিষ্যা আমি; আমার পদ্মহস্ত যে কোন আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে কিনা দেখে নিন!'

গর্গদেব বললেন, 'সাধু! সাধু! গোপাল, তুমি সম্মত হও, মঞ্জুলিকাদেবী তোমার অন্যান্য দেহরক্ষীর চেয়ে কম হবে না আমার বিশ্বাস।'

গোপাল নিজের গুপ্ত ছুরিকাটি মঞ্জুলিকার হাতে দিয়ে বললেন, 'বেশ বোন, এটি সঙ্গে রাখো, প্রয়োজনে এটিও তোমার কাজে লাগতে পারে। আমার পাশে পাশে ছদ্মবেশে তোমার স্থান; গৈবি ও তীক্ষ্ণ, মার্জার গতি, মার্জার দৃষ্টি, বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতা তোমার মূল কৌশল মনে রেখো।'

গর্গদেব বললেন, 'গোপাল, এখন মন্দির কক্ষে তোমরা চলো', আহার ও বিশ্রাম করে নেবে। কাল ভোরে তোমাদের যাত্রা করতে হবে।'

সকলে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

॥ ৩ ॥

গৌড়বঙ্গের রাজসভা; মধ্যাহ্ন সময়; সুসজ্জিত সভাকক্ষে এক-প্রান্তে হস্তীদন্ত নির্মিত সিংহাসন, চারিপার্শ্বে স্বুবর্ণ খচিত আসন, মাঝে স্তম্ভগাত্রে ব্যাঘ্রমূর্তি খোদিত। দুটি বিশেষ আসনে উপবিষ্ট মহাসন্ধি-বিগ্রহিক গোবিন্দমাণিক্য ও কুমারমাত্য জয়ন্তদেব। দ্বারে দণ্ডায়মান প্রতিহার মহারাণী ভোগবতী শ্বেত চিনাংশুক বস্ত্র ও অন্তর্বাস, মণিমুক্তা খোচিত নানা আভরণ, বিলাসবহুল প্রসাধন, মাথায় বহুমূল্য স্বুবর্ণ রাজ-মুকুট। বিলাসীসুলভ মুখমণ্ডলে ক্ষীণ হাস্যরেখা ধীরে ধীরে দাসী পরিবৃতা হয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। সকলে উঠে দাঁড়ালো। কাজলাঙ্কিত চঞ্চল কটাক্ষে চারিদিকে চেয়ে আসন গ্রহণের ইঙ্গিত

দিলেন, নিজে সিংহাসনে বসলেন। সকলে অভিবাদ জানিয়ে যে যার আসন গ্রহণ করলেন। পরিচারিকারা ভোগবতীর চারিদিকে চমরপুচ্ছর দ্বারা ব্যজন শুরু করলো।

ভোগবতী কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'মহাসন্ধিবিগ্রাহিক মহাশয়!'

'বলুন মহারাণী!'

'রাজধানীর বিদ্রোহী প্রজাদের শাসন করার জন্যে আপনি কি পন্থার কথা চিন্তা করেন?'

গোবিন্দমাণিক্য একটু থেমে বললেন, 'শুধু বিদ্রোহী প্রজা নয়, অনেক মণ্ডলাধিপতি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিদ্রোহে যুক্ত রয়েছেন। আমার মনে হয়, প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে থেকে কোন প্রতিনিধি আহ্বান করে তাদের অভিযোগ শুনে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করা কর্তব্য। এর বড় কারণ মহারাণী রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই মন্দ। সর্বত্র, সামন্তরাজ ভূস্বামী অমাত্যগণ নিজ নিজ স্বার্থে অন্ধ, দেশের মানুষের মঙ্গলচিন্তা তাঁরা ভুলে গেছেন। প্রজাপুঞ্জ লুণ্ঠন উৎপীড়ন শোষণ অরাজকতার জন্যে আপনাকেই দায়ী করছে। যে-কোন মুহূর্তে সমগ্র দেশে বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত হতে পারে। তাই আমার অনুরোধ, এক্ষেত্রে আপনার পক্ষ থেকে প্রজাদের কাছে প্রতিনিধি আহ্বান করে ন্যায় বিচারের চেষ্টা করা।'

ভোগবতী চিন্তা করে বললেন, 'আমার অধীনে যেসব সামন্তরাজ, মণ্ডলাধিপতি, ভূস্বামী আছে, তাঁরা কি আমার আদেশপালন করতে প্রস্তুত হবেন? প্রজাদের পক্ষে সুবিচার করতে গিয়ে, আমি কি এই-সব রাজপুরুষের অপ্রিয় হব না? এরা কি একজোটে আমার বিপক্ষে দাঁড়াবে না?'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'সত্য কথা বলতে কি, তারা বর্তমানেই গুপ্তশত্রু হিসাবে কাজ করছে, আর পরস্পরের মধ্যে ঘোর শত্রু-ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। বঙ্গসিংহাসনের লোভ সকলেরই। এমন কি

সামান্ত অমাত্যগণও মনে মনে আশা পোষণ করে আপনার অবর্তমানে গৌড়বঙ্গের সিংহাসন। এ অবস্থায় একমাত্র প্রজারাই আপনার বিশ্বস্ত সহায়। তাদের প্রতিনিধি আহ্বান করে আপনি ন্যায় বিচার করুন।'

ভোগবতী চিন্তা করতে লাগলেন। এমন সময় জয়ন্তদেব উত্তেজিত স্বরে বললে, 'না, এ প্রস্তাব অসম্মানজনক। রাজদ্রোহী এই প্রজাদের প্রতিনিধি প্রেরণের আহ্বান জানালে রাজসম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে, অপর দিকে প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে উঠবে মহারাণী। এ অসম্ভব।'

গোবিন্দমাণিক্য শান্ত স্বরে বললেন, 'কিন্তু কুমারমাত্য, সম্ভব-অসম্ভবের কথা চিন্তা করা মহারাণীর ওপর নির্ভর করছে, আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠছেন কেন?'

জয়ন্তদেব বিকৃত স্বরে বললেন, 'প্রতিনিধি আহ্বান করার জন্যে মহাসন্ধিবিগ্রাহিক মহাশয় কেন যে মহারাণীকে উৎসাহ দিচ্ছেন সেকথা আমার অজানা নয়।'

গোবিন্দমাণিক্য চঞ্চল হয়ে বললেন, 'এ কথার অর্থ?'

জয়ন্তদেব বললেন, 'আশা করি আপনার কাছে সেটা অজ্ঞাত নয়।'

তাঁদের দিকে চেয়ে ভোগবতী বললেন, 'আপনাদের এই বক্রোক্তি আমার কাছে ভীতিজনক হয়ে উঠছে কুমারমাত্য।'

জয়ন্তদেব হেসে বললেন, 'কোন চিন্তা নেই মহারাণী। রাজসভায় সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার মত শক্তি আপনার এই সেবকের আছে।'

গোবিন্দমাণিক্য গম্ভীরভাবে বললেন, 'সংযত হও জয়ন্তদেব। আমার পদাধিকারের মর্যাদা দেবার সৌজন্য তোমার কাছে আশা করি।'

জয়ন্তদেব বললেন, 'সৌজন্যের অভাব নেই মহাসন্ধিবিগ্রাহিক মহাশয়; কিন্তু মহারাণীর মঙ্গল কামনায় আমি এই অপ্রিয় আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি। অবশ্য মহারাণী স্বয়ং যদি নিষেধ করেন, আমি নীরব থাকতে প্রস্তুত।'

ভোগবতী প্রশ্ন করলেন, 'কুমারমাত্য প্রতিনিধি আহ্বানের বিপক্ষে, আপনার আর কোন যুক্তি আছে কি?'

জয়ন্তদেব বললেন, 'আমার একমাত্র যুক্তি, এই কৌশলে বিদ্রোহী প্রজারা শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করবে।'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'কৌশল অর্থে কি ইঙ্গিত করছেন জয়ন্তদেব?'

জয়ন্তদেব বললেন, 'মহারাণীর কাছেই প্রশ্ন আশা করি।'

ভোগবতী বললেন, 'মহাসন্ধিবিগ্রাহিক মহাশয় প্রতিনিধি আহ্বানের স্বপক্ষে, আপনার আর কোন কারণ থাকে তো বলুন! জয়ন্তদেবের যুক্তি আমার কাছে অমূলক মনে হচ্ছে না।'

রাণীর প্রশ্নে আহত হয়ে গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'আজীবন গৌড়বঙ্গের রাজসেবায় একনিষ্ঠ এই সেবক, সামান্য কুমারমাত্য জয়ন্ত-দেবের কথায় মহারাণীর কাছে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠলো?'

'না না, ঠিক তা নয়, তবে আমার মনে হচ্ছে এ প্রশ্ন যখন উঠেছে, আলোচনা প্রয়োজন মহাসন্ধিবিগ্রাহিক মহাশয়।' বললেন ভোগবতী।

উত্তেজিতভাবে গোবিন্দমাণিক্য প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি তাহলে এই বুঝবো যে, আমার প্রতি কুমারমাত্যের এই উদ্ধত আচরণের সমর্থন মিলছে মহারাণীর কাছ থেকে?'

জয়ন্তদেব তাড়াতাড়ি বললেন, 'মহারাণীর মঙ্গলচিন্তায় আমি এই বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়েছি; শুধুমাত্র পদাধিকার বলে যদি কোন ভুল সিদ্ধান্ত রাজ্যের ক্ষতি করার অপকৌশল সৃষ্টি করে, সকল রাজ-কর্মচারীর সে সম্বন্ধে বলার অধিকার আছে।'

গোবিন্দমাণিক্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাবধান জয়ন্তদেব, তোমার কৌশল অপকৌশল ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ অত্যন্ত অপমানকর। এই বৃদ্ধের অসি এখনও তোমার মত বহু শৃঙ্খলাহীন কুমারমাত্যের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে পারে।'

জয়ন্তদেব নিজের অসিতে হাত দিয়ে বললেন, 'প্রস্তুত হও বৃদ্ধ,

মহারাণীর মঙ্গলার্থে তোমার মত চক্রান্তকারীর মস্তক দেহচ্যুত করায় কোন অপরাধ নেই।'

উভয়েই আক্রমণ করার জন্যে অসি খুলে দাঁড়ালো।

ভোগবতী সিংহাসন থেকে নেমে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ক্ষান্ত হোন আপনারা। রাজসভায় এ কি আচরণ? আপনারা স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করুন, আমার আদেশ।'

গোবিন্দমাণিক্য মাথা নিচু করলেন। ভোগবতী তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'প্রবীণ গোবিন্দমাণিক্যের আচরণ কি যুবক কুমারমাত্যের চেয়ে লজ্জাজনক নয়? আর জয়ন্তদেব! বিচারের দায়িত্ব কুমারমাত্যের না আমার?'

জয়ন্তদেব বললেন, 'আমার অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হলে আমি যে কোন শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত।'

ভোগবতী দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আত্মবিরোধের এ সময় নয় মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক; আপনি বন্ধুভাবে জয়ন্তদেবের সঙ্গে আলোচনা করুন, সন্দেহ দূর করুন।'

মহাসন্ধিবিগ্রাহিক বললেন, 'যে সন্দেহ অমূলক তা দূর করা আমার সাধ্যে নেই। স্পর্ধা যখন গগনস্পর্শী তখন বন্ধুভাবে তাকে সংযত করা সম্ভব নয় মহারাণী।'

ভোগবতী বললেন, 'আমি অনুরোধ করছি আপনি প্রতিনিধি আহ্বানের যুক্তি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করুন।'

গোবিন্দমাণিক্য ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, 'আপনার এই অনুরোধ আমার পদাধিকারের পক্ষে অপমানকর, তবু আমি ব্যক্ত করতে প্রস্তুত; তবে তার পূর্বে আমি আমার পদাধিকার পরিত্যাগ করছি। (রাজচিহ্ন খুলে ভোগবতীর পদতলে রেখে) এরপর থেকে শুধুমাত্র আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনার সেবা করবো।'

ভোগবতী ব্যস্তভাবে বললেন, 'কারণ?'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'কারণ মহাসন্ধিবিগ্রাহিক হিসাবে আমি

আর আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নই, আমি কোন যুক্তির বশে প্রতিনিধি আহ্বানের প্রস্তাব দিয়েছি, তাই বলছি, মহারাণী রাজ্যের দুটি দিক, একদিকে শাসনকারী রাজপুরুষ গোষ্ঠী, অপর দিকে শাসিত প্রজাপুঞ্জ। রাজশক্তির অক্ষমতার সুযোগে গৌড়বঙ্গের এই শাসকগোষ্ঠী ও সামন্তবৃন্দ শাসনের নামে স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এঁদের সঙ্গে বলশালী ভূস্বামী, মণ্ডলাধিপতিরা সকলেই নির্মম শোষণ করে প্রজাপুঞ্জকে ভিক্ষুক দাস শ্রেণীতে পরিণত করেছে, যার ফল-স্বরূপ বিক্ষুব্ধ প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহ আজ কেবলমাত্র একটি অগ্নিশিখার অপেক্ষায়। এই আসন্ন বিদ্রোহ দমনের দুটি উপায়—একটি রাজশক্তির কঠোর শাসনদণ্ড প্রয়োগ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ মহারাণীর এমন শক্তি নেই, যার বলে স্বেচ্ছাচারী রাজপুরুষদের সংযত করতে পারেন; দ্বিতীয় উপায় প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জেনে নিয়ে ন্যায় বিচারের আশা, বিদ্রোহী প্রজাপুঞ্জের মনে জাগানো, যাতে তারা মহারাণীর পক্ষে দাঁড়ায়। একটি প্রতিনিধি আহ্বানে প্রজাদের বিশ্বাস অর্জন এবং তাদের বিদ্রোহকে বিপথে চালিত করা। আমার মতে দ্বিতীয় পন্থাই শ্রেষ্ঠ। কারণ বহু উচ্চাভিলাষী সামন্ত, কুমারমাত্য, মণ্ডলাধিপতি এই প্রজাবিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে তারা মহারাণীর স্বপক্ষে অস্ত্রধারণ করবে না এ সম্বন্ধে আমি নির্ভুল সংবাদ পেয়েছি আমার গুপ্তচরদের কাছে।'

জয়ন্তদেব উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'মহারাণী, আমার বিশ্বাস, প্রজা বিদ্রোহের চেয়ে বিদ্রোহের ভীতি গোবিন্দমাণিক্যের মনে প্রবল। মাত্র রাজধানীতে এই সামান্য বিদ্রোহের জন্যে রাজশক্তির মর্যাদা এতখানি খর্ব করা বিপজ্জনক। আমি সংবাদ নিয়েছি এইসবের মূলে একজন বিদেশী যুবক, যে প্রজাদের উত্তেজিত করে বেড়াচ্ছে। যদি আদেশ দেন, আমি একপক্ষের মধ্যে তাকে বন্দী অবস্থায় মহারাণীর সম্মুখে উপস্থিত করতে পারি। আর আমি এও বিশ্বাস করি, তাকে বন্দী করলে এই বিদ্রোহ সম্ভাবনা স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হবে।'

ভোগবতী প্রশ্ন করলেন, 'মহাসন্ধিবিগ্রাহিক মহাশয়, কুমারমাত্যের এই বিদেশী যুবককে বন্দী করার প্রস্তাব আপনি সমর্থন করেন ?'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে মহারাণী, এখন আপনার অভিরুচি। আমায় অনুমতি দিন, আমি রাজসভা ত্যাগ করি।'

ভোগবতী বললেন, 'কিন্তু প্রতিনিধি আহ্বান আমি প্রয়োজনীয় মনে করছি। আপনি প্রজাপুঞ্জের কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে যাবেন, আমার এইটেই একান্ত ইচ্ছা।'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'আপনার আদেশে এ কাজ করতে রাজী আছি, কিন্তু মহাসন্ধিবিগ্রাহিক হিসাবে নয়, আপনার একজন দীনতম প্রজা হিসাবে।'

ভোগবতী বললেন, 'তাই করুন। আর জয়ন্তদেব, আপনি সেই বিদেশী যুবককে বন্দী করার জন্যে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করুন। আজকের মত তাহলে সভার কাজ শেষ হোক।'

সকলে উঠে অভিবাদন করার পর মহারাণী ধীরে ধীরে রাজসভা ত্যাগ করলেন। পরে আর সকলেও সভা ত্যাগ করে গেল।

॥ ৪ ॥

প্রভাত বেলা। রাজধানীর সীমান্তে, ভাগীরথী সংলগ্ন অরণ্যে বেণুবন বেষ্টিত গোপন শিবিরে একটি বেদীর ওপর বসে আছেন, মণ্ডলাধিপতি শান্তিদেব। চারিপাশে অন্যান্য গ্রামপতি ও গ্রামীন যুবকবৃন্দ। অসি, ধনুর্বাণ, বর্শা, কুঠার, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সকলেই। দেখলে মনে হয় গভীর আলোচনায় তারা নিজেদের মধ্যে আত্মনিমগ্ন।

তাদের দিকে চেয়ে শান্তিদেব বললেন, 'তোমরা তাহলে সকলেই একমত, প্রাসাদ আক্রমণ ব্যাপারে ?'

বলভদ্র নামের একটি নেতৃস্থানীয় যুবক এগিয়ে এসে বললে, 'এ ছাড়া আর কি উপায় আছে দেব। আমরা নিজেদের মধ্যে সেই আলোচনাই এতক্ষণ করলাম।'

শান্তিদেব কিছুক্ষণ নীরব থেকে চিন্তিত ভাবে সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'বেশ, তোমরা প্রস্তুত থাকলে আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে গোপনে প্রাসাদের চারিদিকে অপেক্ষা করবে, শঙ্খধ্ব'নর সঙ্কেত পেলে প্রাসাদ দুর্গ আক্রমণ করবে। কিন্তু হস্তিবাহিনীর উপস্থিতি জেনে নেবে, তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। জয়ন্তদেবের স্বেচ্ছাচারিতায় হস্তিবাহিনীর অসন্তুষ্ট সৈন্যরা প্রজাদের পক্ষে আসবে কথা দিয়েছে।'

আর একজন প্রশ্ন করলেন, 'দেবদত্ত, তুমি ঠিক করে জানো, রাজসৈন্য ও হস্তিবাহিনী প্রজাদের পক্ষে আসবে?'

'এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন শান্তিদেব, আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ রাজসৈন্য প্রজাপক্ষে যোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।' বললেন উৎসাহিত কণ্ঠে দেবদত্ত।

শান্তিদেব ধীরে ধীরে বললেন, 'কিন্তু এ কথাও তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে, শুধুমাত্র প্রাসাদ জয় করলেই আমাদের কাজ শেষ হবে না। সামন্তগোষ্ঠী, ভূস্বামী, রাজপুরুষ যারা প্রজাদের বিদ্রোহের পক্ষে আসবে না, তাঁদেরও ধ্বংসসাধন করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ প্রকৃতিপুঞ্জের বলিষ্ঠ সংগঠনে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসবে, যে কথা বারেবারে গোপালদেব আমাদের বলে আসছেন; এ সম্বন্ধে গোপালদেবের পরামর্শ একান্ত আবশ্যক।'

একজন যুবক প্রশ্ন করলে, 'দেব, আজ রাত্রের প্রথম প্রহরের মধ্যে তাঁর এখানে পৌঁছানো সম্ভব হবে তো?'

শান্তিদেব বললেন, 'আশা করা যায় অপরাহ্ণ বেলার মধ্যে তিনি উপস্থিত হবেন।'

হঠাৎ অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করে নিয়ে যুবকরা সামনের দিকে চেয়ে বললে, 'মহাসন্ধিবিগ্রাহিক এদিকে আসছেন। গোপন স্থান কি করে জানলো। ওকে বধ করো।' বর্শা নিক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত হলো একজন।

দূর থেকে চিৎকার করে গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'শান্তিদেব, আমি বন্ধুভাবে সাধারণ প্রজা হিসাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমায় বিশ্বাস করো।'

শান্তিদেব উঠে দাঁড়িয়ে হাতে তুলে বললেন, 'শান্ত হও! শান্ত হও! ওঁকে আসতে দাও।'

হাত তুলে হাস্যমুখে গোবিন্দমাণিক্য শান্তিদেবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

শান্তিদেব বললেন, 'কি উদ্দেশ্যে আগমণ মহাসন্ধিবিগ্রাহিক মহাশয়?'

এই সময় কিছু যুবক তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো। তিনি বললেন, 'এখন আর মহাসন্ধিবিগ্রাহিক নই ভাই, ও পদ ত্যাগ করে একজন সাধারণ প্রজা মাত্র।'

শান্তিদেব প্রশ্ন করলেন, 'কারণ?'

উত্তর দিলেন গোবিন্দমাণিক্য, 'কারণ প্রথমতঃ আমি অপমানিত, দ্বিতীয়তঃ গৌড়বঙ্গের প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল কামনায় একটি প্রস্তাব রাখতে চাই আপনাদের কাছে।'

শান্তিদেব গম্ভীর স্বরে বললেন, 'পরিহাস বন্ধ করুন।'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন বিনীতভাবে, 'পরিহাস নয় শান্তিদেব। সত্যই আমি আমার পদাধিকার ত্যাগ করেছি।'

শান্তিদেব বললেন, 'বড়ই আনন্দ সংবাদ, আপনার সাহায্য প্রজা-পুঞ্জের কাছে অমূল্য রত্নলাভ।'

'কিন্তু শান্তিদেব, আমার একটা শর্ত আছে।'

'বলুন।'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'আমার উপদেশে মহারাণী প্রজাপুঞ্জের পক্ষে একজন প্রতিনিধি আহ্বান করেছেন, তাঁর ইচ্ছা শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজা-প্রজায় বিরোধের অবসান হোক। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জানাবার জন্যে একজন প্রতিনিধি তাঁর কাছে আবেদন করলে, তিনি ন্যায়বিচার ও অন্যায়ের প্রতিকার করার সুযোগ পাবেন।'

শাস্তিদেব বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'না গোবিন্দমাণিক্য, আমাদের মধ্যে কাউকে প্রাসাদে পাঠানো আমি নিরাপদ মনে করছি না।'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'ভেবে দেখ শাস্তিদেব, এতে প্রজাদের মঙ্গল হতে পারে। প্রজাদের রক্তপাত বন্ধ হতে পারে।'

শাস্তিদেব দৃঢ়ভাবে বললেন, 'কিন্তু আর আমাদের ওই দুশ্চরিত্রা রাক্ষসী রাণীর ওপর কোন আস্থা নেই, প্রজাদের রক্ত তার কাছে অতি প্রিয়।'

অনুরোধের স্বরে গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'তিনি অক্ষম শাস্তিদেব। চক্রান্তকারী রাজপুরুষদের হাতে পুতুল মাত্র; আজ যদি প্রজারা তাঁর পক্ষে দাঁড়ায়, তাঁর শাসন ক্ষমতা দ্বিগুণ হবে, দেশে শান্তি ফিরবে।'

শাস্তিদেব বললেন, 'এ অক্ষমতা ক্ষমার অযোগ্য হয়ে গেছে; বহুদিন ধরে বিলাসে আত্মসুখে বিভোর ওই বিলাসিনী কোনদিন প্রজার মঙ্গলকামনা করতে পারে, এ বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক।'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'আমার অনুরোধ শাস্তিদেব, এই চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, আমি নারায়ণের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার সমস্ত শক্তি, অর্থ, সামর্থ্য নিয়োজিত করবো প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহের পক্ষে।'

শাস্তিদেব বললেন, 'ব্যর্থ হবেই। আজ শুধু রাণীর কাছে অভিযোগ করার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন তার চেয়ে অনেক জটিল। সমগ্র গৌড়বঙ্গে স্বেচ্ছাচারী রাজপুরুষ, স্বার্থপর ভূস্বামী, অত্যাচারী সামন্তগোষ্ঠীর শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হবে গৌড়বঙ্গের অধিবাসীদের। একমাত্র সংগঠিত বিদ্রোহ এ সমস্যার সমাধান করতে পারে, অন্য কোন উপায় নেই।'

যুবকবৃন্দ আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, 'গোপালদেব! গোপালদেব!'

শাস্তিদেব ও গোবিন্দমাণিক্য প্রবেশদ্বারের দিকে লক্ষ্য করলো। গোপাল, ভীম, মঞ্জুলিকা প্রবেশ করতে সকলে হাসিমুখে অভিবাদন করলো।

শান্তিদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'এত শীঘ্র এখানে কি উপায়ে পৌঁছলেন ?'

গোপাল ভীমকে দেখিয়ে বললেন, 'ভীমের রণপোতের কৃপায়।'

শান্তিদেব প্রশ্ন করলেন, 'পরিচয় ?'

গোপাল বললেন, 'প্রজাপুঞ্জের বন্ধু। যার কৈবর্তসৈন্যদল নদীবক্ষে প্রজাদের পক্ষে আক্রমণের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে পড়েছে।' ভীমের দিকে চেয়ে হাসলেন গোপাল।

গোবিন্দমাণিক্যের ওপর চোখ পড়তে গোপালের মুখ, চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেলো। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কে ? মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক না শান্তিদেব ?'

'হ্যাঁ গোপাল, উনি এখন বন্ধুরূপে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন ' বললেন শান্তিদেব।

গোপাল বললেন, 'বটে ? কি প্রস্তাব ?'

শান্তিদেব বললেন, 'মহারাণী প্রজামণ্ডলের একজন প্রতিনিধি আহ্বান করেছেন অভিযোগ শানার জন্যে।'

গোপাল হেসে বললেন, 'শুভবুদ্ধি বড় বিলম্বে এসেছে।'

গোবিন্দমাণিক্য অনুরোধের স্বরে বললেন, 'মহাশয়। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, এতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান হতে পারে, প্রজাদের সমর্থন মহারাণীকে রাজ্যশাসনে সামর্থ্য জোগাবে।'

শান্তিদেব বললে, 'কিন্তু আমাদের কোন সন্তানকে বিশ্বাস করে ওই শত্রুপুরীতে প্রেরণ করবো ?'

গোপাল চিন্তা করে বললেন, 'মহাশয়, যদি এই আলোচনা ব্যর্থ হয় ?'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'আমি এই প্রজাপুঞ্জের কাছে শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবো। কিম্বা যদি আপত্তি না থাকে, আমি আমার সমস্ত অর্থ, শক্তি, সামর্থ্য নিয়ে প্রজাদের পক্ষে বিদ্রোহে যোগ দেবো, নারায়ণের নামে শপথ করেছি।'

গোপাল চিন্তা করে বললেন, 'উত্তম, আমি প্রতিনিধি হতে প্রস্তুত।'

বিচলিত হয়ে শান্তিদেব বললেন, 'না না দেব, এ অসম্ভব। এ অসম্ভব।'

গোপালদেব বললেন, 'শান্ত হও শান্তিদেব। চিন্তা করে দেখ, তোমাদের মহাসন্ধিবিগ্রাহিককে বন্ধুভাবে পাওয়া মানে আশাতীত সৌভাগ্যের কথা নয় কি?'

শান্তিদেব বললেন, 'আমরা নিজেরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছি, আপনাকে এই বিপদের মধ্যে পাঠাতে পারবো না দেব।'

গোপাল বললেন, শান্তিদেব. প্রজাপুঞ্জের বহু গুপ্তশত্রু আজ নানা স্থানে ক্রুর সর্পের ন্যায় আত্মগোপন করে আছে বন্ধুর ছদ্মবেশে। এখন গোবিন্দমাণিক্যের বন্ধুত্বলাভ আমার মতে উপেক্ষার বস্তু নয়।'

শান্তিদেব বললেন, 'বেশ ভাল কথা। আমি নিজে যাবো, তবু ওই বিপদের মধ্যে আপনাকে যেতে দেবো না দেব।'

তাঁর দিকে চেয়ে হাস্যমুখে গোপাল বললেন, 'চিন্তা করো না, আত্মরক্ষার সকল ব্যবস্থা করে আমি সেখানে যাবো। শান্তিদেব, আমার আদেশ তুমি আমায় বাধা দিও না।'

শান্তিদেব মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

গোপাল বললেন, 'গোবিন্দমাণিক্য। অপরাহ্ন মধ্যে আমি রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হবো। আপনি আমাকে প্রতিনিধি হিসাবে অভিজ্ঞান-পত্র বা চিহ্ন দিন। আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করেছি। আশা করি আপনি আপনার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলবেন না।'

গোবিন্দমাণিক্য হাতজোড় করে বললেন, 'নারায়ণের নামে শপথ নিয়েছি, আমার প্রাণের বিনিময়েও তা পালিত হবে।'

গোপাল সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'বিদায় বন্ধুগণ, আমি এখন চললাম। মঞ্জুলিকা, ভীম, তোমরা আমার সঙ্গে এসো, যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখি।' তিনজনে সকলের দিকে আর একবার চেয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো।

উপস্থিত সকলে পরস্পরের দিকে বিষণ্ণ মুখে চাইল।

গোবিন্দমাণিক্য উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'মহাত্মা দেবতা! আমি ওঁর সঙ্গে প্রাসাদে যাবো আপনারা চিন্তা করবেন না।'

মদন, হংসবেগ ও অন্যান্য চারজন গ্রামীণ যুবক প্রবেশ করে সকলকে প্রণাম জানালো। হংসবেগ বিনীতকণ্ঠে বললে, 'মহাশয়গণ, একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ও একজন কুমারীকে এই রাস্তায় যেতে দেখেছেন?'

শান্তিদেব তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের নিবাস?'

হংসবেগ উত্তর দিল, 'বিষ্ণুগ্রাম।'

মদন বললে, 'কুমারীর পরিধানে নীলাম্বরী শাড়ি, গৌরবর্ণা, কোমরে সবুজ বন্ধনী, দেখেছেন কি?'

গোবিন্দমাণিক্য শান্তিদেবকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, এরা গোপালের সন্ধান করছেন।'

শান্তিদেব প্রশ্ন করলেন, 'বিষ্ণুগ্রামের মদনদেবকে চেনো?'

মদন নিজের বুকে হাত দিয়ে হেসে বললে, 'অধমের নাম মদন।'

তার কাঁধে হাত দিয়ে শান্তিদেব বললেন, 'নির্ভয়ে বলো, আমরা গোপালের বন্ধু।'

খুশি হয়ে মদন বললে, 'তিনি কি এখানে আছেন?'

শান্তিদেব উত্তর দিলেন, 'তিনি এখানে ছিলেন, এইমাত্র প্রজাদের প্রতিনিধি হিসাবে মহারাণীর কাছে যাত্রা করার ব্যবস্থা করতে গেছেন, সঙ্গে মঞ্জুলিকা ও অন্যেরা, গোবিন্দমাণিক্যও প্রাসাদে যাবেন তাঁর সঙ্গে।

মদন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে বললে, 'একি কথা বলছেন? গোপালদেব রাজদরবারে প্রতিনিধি হয়ে যাবেন! যাঁকে বন্দী করার মানসে রাজ-সৈন্য শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে গৌড়বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

শান্তিদেব অপরাধীর স্বরে মদনকে বললেন, 'আমাদের সকলের

অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি চলে গেলেন মদন। আমরা তাঁকে বাধা দিতে পারলাম না।'

মদন বললে, 'সর্বনাশ, জয়ন্তদেব ওৎ পেতে বসে। আপনারা সত্যই যদি গোপালদেবের বন্ধু হন ও প্রজাদের মঙ্গল কাম্য হয়, প্রাসাদ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হোন প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল, জনপ্রিয় গোপালের মঙ্গল কামনায় আপনারা আর বিলম্ব করবেন না, সকলকে আহ্বান করুন।'

শান্তিদেব বললেন, 'ঠিক তাই মদন। আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি, যে মুহূর্তে সংবাদ পাবো গোপালের কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে, আমরা প্রাসাদ দুর্গ আক্রমণ করবো।'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'কোন চিন্তা নেই শান্তিদেব, আমি এখুনি যাচ্ছি। প্রয়োজনে যথাসময়ে আমি সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।'

তিনি চলে গেলেন ত্বরিতপদে।

শান্তিদেব মদনের দিকে চেয়ে বললেন, 'মদন, এখন থেকে তুমি আমাদের পরিচালনার দায়িত্ব নাও—তোমার আদেশ পালনে সকলে প্রস্তুত থাকবো।'

মদন বললে, 'উত্তম। হংসবেগ, তুমি এবং তোমার অনুচরেরা এই মুহূর্তে ক্ষিপ্রগতি অশ্বের সাহায্যে সর্বত্র সংবাদ দাও প্রস্তুত হতে। আর বিষ্ণুগ্রামের অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের অবিলম্বে রাজপ্রাসাদের দিকে যাবার আদেশ দাও। বাকি বন্ধুগণ! আসুন আমরা এখানের সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রাসাদ দুর্গের পশ্চাৎভাগে আত্মগোপন করে সুযোগের অপেক্ষা করি।'

যুবকরা শঙ্খধ্বনি করে সকলকে আহ্বান জানালো।

৪র্থ পর্ব

॥ ১ ॥

গৌড়বঙ্গের রাজসভা। পরিচারিকা পরিবৃত রাণী ভোগবতী চিন্তিত মুখে উপাবিষ্ট। প্রতিহার অভিবাদন জানিয়ে প্রবেশ করে বললে, 'মহারাণী, একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুনী আপনার দর্শন আশায় অপেক্ষা করছে।'

ভোগবতী বললেন, 'তাকে এখানে নিয়ে এসো।'

প্রতিহার বাইরে গিয়ে ভিক্ষুনীবেশী মঞ্জুলিকাকে সঙ্গে নিয়ে এলো।

ভোগবতী প্রশ্ন করলেন, 'কি চাও ভিক্ষুনী?'

যথারীতি প্রণাম জানিয়ে বললে মঞ্জুলিকা, 'মহারাণী, আজকের মত প্রাসাদে একটু আশ্রয় চাই, কাল প্রভাতে চলে যাবো।'

ভোগবতী বললেন, 'কেন? বৌদ্ধবিহারে তুমি অনায়াসে আশ্রয় পেতে পারো।'

মঞ্জুলিকা বললে, 'বৌদ্ধবিহার এখান থেকে দূরে, আমি অসহায়া নারী, এই অরাজকতার মধ্যে অপরাহ্নে এতটা পথ যাওয়া বিপজ্জনক মহারাণী।'

ভোগবতী ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, 'অরাজকতা। আমার নগরে ভিক্ষুনী নিরাপদে পথ চলতে পারে না। তুমি কি বলছো?'

মঞ্জুলিকা দৃঢ়ভাবে বললে, 'ভিক্ষুনী মিথ্যা বলে না।'

ভোগবতী বললেন, 'কিন্তু আমার দাণ্ডপাশিকদল, দাণ্ডিকদল, তারা?'

মঞ্জুলিকা বললে, 'তারা স্বার্থ সন্ধানে অন্ধ। রক্ষক ভক্ষকে পরিণত হলে ন্যায়, বিচার, শাসন, সবই অদৃশ্য হতে বাধ্য।'

চিন্তিত হয়ে কিছুক্ষণ পর ভোগবতী বললেন, 'ভিক্ষুনী, আজ রাত্রের মত প্রাসাদে আশ্রয় নিতে পারো, কাল প্রভাতে তোমার অভিযোগের বিচার করবো। যদি প্রমাণিত হয় তোমার অভিযোগ মিথ্যা, তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।'

মঞ্জুলিকা বললে, 'যাদের বিপক্ষে অভিযোগ, তারাই কি বিচারের প্রমাণ উপস্থিত করবেন?'

ভোগবতী বললেন, 'না, আমি নিজে তোমার অভিযোগের কারণ সন্ধান আজই করছি, আমি নিজেই বিচার করবো।'

মঞ্জুলিকা বললে, 'তাতে আমি খুবই খুশি হবো মহারাণী!'

ভোগবতী আদেশ দিলেন, 'পরিচারিকা সুমতি! এই ভিক্ষুনীর সেবার সকল ব্যবস্থা করে দাও! তুমি যাও ওর সঙ্গে ভিক্ষুনী।'

পরিচারিকার সঙ্গে মঞ্জুলিকা চলে গেল ভেতর দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রতিহার এসে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে বললে, 'মহারাণী, বারেন্দ্রভূমির একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার দর্শন-প্রার্থী।

ভোগবতী নিজের সাজগোজ পরিপাটি করে নিয়ে আসনে ঠিকমত বসে আদেশ করলেন, 'নিয়ে এসো!'

প্রতিহার চলে গেল। একটু পরে তার সঙ্গে প্রবেশ করলেন বহুমূল্য পোশাকে সজ্জিত গৌরকান্তি প্রিয়দর্শী গোপাল। বৃষস্কন্ধ সৌম্য-কান্তি দীর্ঘদেহী গোপালের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাইলেন ভোগবতী। গোপাল তাঁর সম্মুখে গিয়ে নতমস্তকে অভিবাদন জানালেন। অপলক দৃষ্টিতে অন্যমনস্কভাবে সিংহাসন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আসনের দিকে হাত বাড়িয়ে ভোগবতী বললেন, 'আসন গ্রহণ করুন ভদ্র!'

গোপাল তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে আসন গ্রহণ করলেন।

ভোগবতী নম্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নিবাস?'

গোপাল বললেন, 'আদিবাস বারেন্দ্রভূমি, বর্তমানে রাঢ় গৌড়বঙ্গ সর্বত্র কার্যকারণে।'

ভোগবতী বিস্মিত নেত্রে প্রশ্ন করলেন, 'কি কারণে আমার কাছে আগমন ভদ্র?'

গোপাল বললেন, 'উদ্দেশ্য রাজকার্য সংক্রান্ত দেবী! বিশেষ গোপনতা প্রয়োজন, এখানে আলোচনা কি সমীচীন হবে?

ভোগবতী বললেন, 'হবে। কিন্তু আপনি বহুদূর থেকে এসেছেন, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, আমি আপনার সেবার ব্যবস্থা করতে বলি।'

গোপাল ব্যস্তভাবে বললেন, 'সেবার প্রয়োজন নেই মহারাণী, আমি এখুনি আমার আলোচনা শেষ করে বিদায় নিতে চাই।'

ভোগবতী বললেন, 'আমার অনুরোধ ভদ্র!'

গোপাল বিস্মিত হয়ে ভোগবতীর দিকে চাইলেন, বললেন, 'কার্য-শেষে চিন্তা করে দেখবো দেবী!'

ভোগবতী আদেশ করলেন, 'প্রতিহার! আমার বিনা অনুমতিতে যেন কেউ রাজসভায় প্রবেশ না করে।'

প্রতিহার বললে, 'যথা আজ্ঞা মহারাণী!'

প্রতিহার অন্তরালে চলে গেল।

ভোগবতী পরিচারিকাদের বললেন, 'তোমরা অন্দরে যাও, প্রয়োজন হলে আহ্বান করবো।'

পরিচারিকারা সকলে চলে গেলে পর ভোগবতী গোপালের নিকটে একটি আসনে বসলেন, পুনরায় সন্তোষীনয়নে চাইলেন, মুখে ক্ষীণ হাসি, বললেন, 'ভদ্র! আপনার আলোচনা শুরু করতে পারেন।'

গোপাল বিনীত স্বরে বললেন, 'আপনার রাজ্যে আপনি নামেমাত্র মহারাণী, আপনার অধীনস্থ সমস্ত সামন্তরাজা, রাজকর্মচারী, মণ্ডলাধিপতি সকলেই আত্মকলহ ও স্ব স্ব স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। দেশের চারিদিকে অরাজকতা শোষণে পীড়নে প্রজাপুঞ্জ ভিক্ষুকে পরিণত। এর ওপর বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা, গৌড়বঙ্গের সমূহ দুর্দিন ঘনায়মান, আপনি কি এ সংবাদ রাখেন?'

ভোগবতী চঞ্চল হয়ে বললেন, 'কে আপনি? আপনার পরিচয় কি আগে জানান, পরে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো।'

গোপাল শান্তস্বরে বললেন, 'আমার নাম গোপাল। আমি আপনার প্রজাদের প্রতিনিধি হয়ে আপনার আহ্বানে এসেছি গোবিন্দ-মাণিক্যের অনুরোধে।'

আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভোগবতী প্রশ্ন করলেন, 'প্রজাদের প্রতিনিধি?'

'হ্যাঁ মহারাণী!' বললেন গোপাল।

অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পুনরায় আসনে বসে চিন্তিতভাবে ভোগবতী বললেন, 'বলুন, প্রজাদের কি অভিযোগ?'

গোপাল তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'প্রজারা আপনার সন্তান, তাদের জীবন, সুখ, শান্তি আপনার ন্যায়বিচারের ওপর নির্ভর করছে।'

ভোগবতী বললেন, 'আমিও প্রজাদের অমঙ্গল কামনা করি না।'

গোপাল বললেন, 'কিন্তু আপনার অনুচরেরা আপনার নাম নিয়ে সমগ্র গৌড়বঙ্গে যে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছে, তার তুলনা বিরল।'

ভোগবতী বললেন, 'আপনার অভিযোগ হয়তো আংশিক সত্য, কিন্তু রাজ্যশাসন করার কাজে এঁদের সাহায্য একান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে না কি ভদ্র?'

গোপাল বললেন, 'এঁদের এই শৃঙ্খলাহীন স্বভাব কি আপনার সিংহাসনে ভবিষ্যতে আঘাত দিতে পারে না?'

ভোগবতী বললেন ম্লানমুখে, 'হয়তো দেবে; তবু আমি সহায়হীন নারী হিসাবে নিরুপায়। আমি এদের বিপক্ষে দাঁড়াতে অক্ষম!'

গোপাল বললেন, 'আমি প্রজাদের পক্ষ থেকে আপনাকে কথা দিতে পারি, প্রয়োজনে প্রজারা আপনার সাহায্যে দাঁড়াবে ন্যায়বিচার পেলে।'

ভোগবতী বললেন, 'বিদ্রোহী প্রজাদের বিশ্বাস করা রাজধর্ম নয়।

মূর্খ অজ্ঞ জনতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন, রাজনীতিব সমর্থনলাভ করতে পারে না ভদ্র !'

গোপাল বললেন, 'তর্ক নিষ্প্রয়োজন। এখন আমার জিজ্ঞাস্য প্রজাদের অভিযোগের ন্যায়বিচার আপনার কাছে প্রত্যাশা করা যায় কিনা ?'

ভোগবতী বললেন, 'যতদূর সাধ্য আমি করতে প্রস্তুত। কিন্তু যাদের শক্তির ওপর আমার রাজ্যশাসন নির্ভর করছে, তাদের অসম্মতিতে আমি কিছুই করতে পারি না।'

গোপাল বললেন, 'আমার আর কিছুই বলার নেই মহারাণী, আমি আমার উত্তর পেয়েছি। এরপর আমায় বিদায় নিতে অনুমতি দিন !'

ভোগবতী চঞ্চল হয়ে বললেন, 'ভদ্র ! আপনি বিদেশী, আপনার এ নিয়ে চিন্তার কারণ কি ? আপনি যদি আমায় সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন, বর্তমানে আমার মহাসন্ধিবিগ্রাহিক গোবিন্দমাণিক্য পদত্যাগ করেছেন, সেই পদ আপনি গ্রহণ করলে আমি সৌভাগ্য মনে করবো।'

গোপাল বললেন, 'সহস্র ধন্যবাদ মহারাণী। কিন্তু আমি নিজেকে বঙ্গমাতার সন্তান মনে করি, আপনার প্রজাপুঞ্জ আমার প্রিয়জন। তাদের মঙ্গল ও গৌড়বঙ্গের মঙ্গল কামনায় আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যদিও বিশ্বাসঘাতকতা এখন বিরল নয়, তবু আমার কল্পনায় ওটা ভয়াবহ। আমায় বিদায় দিন।'

ভোগবতী অনুনয়ের সুরে বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন ভদ্র ! সামান্য জলগ্রহণ করে যান, আমি নিয়ে আসি, অতিথির প্রতি কর্তব্য পালনের সুযোগ দিন।'

ভোগবতী গোপালকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

এমন সময় জয়ন্তদেব, ভৃগু ও সৈন্যদল প্রবেশ করে অন্যমনস্ক চিন্তাগ্রস্ত গোপালকে উন্মুক্ত অসির মধ্যে ঘিরে বন্দী করে ফেললো।

ভোগবতী, পশ্চাতে পরিচারিকা গোপালের জন্যে ফলমূল ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ করলেন।

জয়ন্তদেব বললেন চেঁচিয়ে, 'নীচ প্রবঞ্চক অজ্ঞাতকুলশীল যুবক, তোমার এতদূর স্পর্ধা, ছদ্মবেশে প্রাসাদে প্রবেশ করতে সাহস করো?'

ভোগবতী বিরক্তভাবে বললেন, 'একি জয়ন্তদেব, দৌত্যকর্মে আগত প্রতিভূর সঙ্গে এ কি ব্যবহার?'

জয়ন্তদেব বললেন, 'মহারাণী! এই সম্ভ্রান্ত সজ্জায় সজ্জিত প্রবঞ্চক বিদ্রোহী নেতা গোপাল, এরই প্ররোচনায় প্রজারা রাজদ্রোহী।'

গোপাল বললেন, 'রাজদ্রোহী প্রজা, না প্রজাদ্রোহী রাজা? মহারাণী! মৃত্যুবরণ করতে আমি কুণ্ঠিত নই। কোন প্রবঞ্চনা করতেও আমি আসিনি, গৌড়বঙ্গের ঘোর দুর্দিনে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও প্রজা-পুঞ্জের মঙ্গল কামনায় আত্মঘাতী বিরোধ রোধ করাই আমার আন্তরিক বাসনা। এখনও প্রজাদের অভিযোগের ন্যায়বিচার করুন, এইসব নরাধম রাজপুরুষদের শাস্তি দিন, দেশে শান্তি স্থাপন করুন, প্রজারা আপনার আনুগত্য স্বীকার করবে। যদি না করেন, রাজপ্রাসাদ দুর্গ ধূলিসাৎ হবে, বিদ্রোহী প্রজাদের পদতলে দলিত হবে রাজসম্মান রাজমুকুট।'

ভোগবতী বললেন, 'জয়ন্তদেব, আমি প্রজাদের প্রতিনিধি আহ্বান করেছিলাম, তাকে বন্দী করার জন্যে নয়, এঁকে মুক্ত করো।'

জয়ন্তদেব বললেন, 'কিন্তু মহারাণী, আমি আপনারই আদেশ পালন করেছি মাত্র। বিদেশী এই রাজদ্রোহী যুবককে বন্দী করেছি, এ আদেশ আপনি দিয়েছিলেন, স্মরণ করে দেখুন।'

ভোগবতী বিচলিত হয়ে বললেন, 'রক্ষীদল, এঁকে কারাগারে নিয়ে যাও নিরাপদে, কাল প্রভাতে সকলের সামনে এঁর বিচার হবে। গোবিন্দমাণিক্যের উপস্থিতি প্রয়োজন, তাঁর সন্ধান করো, সংবাদ দাও।'

গোপাল মৃদু হেসে রক্ষীদের সঙ্গে চলে গেলেন।

জয়ন্তদেব বললেন, 'মহারাণী, এই পাষণ্ডের শিরচ্ছেদের আদেশ এই মুহূর্তে দেওয়া উচিত ছিল, নয়তো বিপদ হতে পারে।'

ভোগবতী বললেন, 'এখন আপনি যান জয়ন্তদেব, আমি বড় ক্লান্ত।'

জয়ন্তদেব ক্ষুণ্ণ মনে ভৃগুকে নিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করলো।

পরিচারিকা বললে, 'রাণীমা এসব কি করবো?' গোপালের জন্যে আনা ফলমূল ইত্যাদি দেখালো।

ভোগবতী বললেন, 'এখানে রাখ।' হাতের ইশারায় সকলকে যেতে বললেন, শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিক দেখতে দেখতে গোপালের পরিত্যক্ত আসনের নিচে একটি ছিন্ন কুণ্ডল চোখে পড়লো, সেটি কুড়িয়ে নিয়ে সেইদিকে চেয়ে গোপালের ভদ্রোচিত বাক্যভঙ্গি ও গৌড়বঙ্গের সমস্যা ও বিপদের কথা স্মরণে এলো, স্থির দৃষ্টিতে কুণ্ডলের দিকে চেয়ে বসে রইলেন, অন্তর্ভাবনায় চিন্তাকুল

॥ ২ ॥

অন্ধকার কারাগারে একটি পাষাণ বেদীর ওপর শৃঙ্খলিত গোপাল চিন্তামগ্ন। প্রাসাদদুর্গের বাইরে তার বন্দিত্বের সংবাদ পৌঁছে গেছে। উপদেশ ও পরিকল্পিত কর্মসূচী শুরু হয়েছে। শঙ্খধ্বনি দূরে শোনা যাচ্ছে। নিঃশব্দে কারাগারের অভ্যন্তরভাগে একটি পাষাণ সরে যেতে, চোরাপথে বামহাতে প্রদীপ, দক্ষিণ হাতে ফলমূল ইত্যাদি খাদ্যের থালা নিয়ে ভোগবতী প্রবেশ করলেন সন্তর্পণে।

তাঁর অলক্ষ্যে মঞ্জুলিকা পশ্চাতে প্রবেশ করে একটি স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়ালো।

গোপাল চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? কে ওখানে?'

হাতের ফলমূলের থালা গেলাস বেদীতে রেখে, প্রদীপ রেখে, ভোগবতী নিম্নস্বরে বললেন, 'আমি ভদ্র, আমি।'

বিস্মিত কণ্ঠে গোপাল বললেন, 'আপনি এই কারাগারে?'

ভোগবতী ব্যস্তভাবে বললেন, 'ধীরে কথা বলুন, প্রহরীরা এখনও জাগ্রত।'

গোপাল বললেন, 'আপনার আগমন কি প্রহরীদের অজ্ঞাতে?'

'হ্যাঁ, আমি গুপ্তদ্বার দিয়ে এসেছি।' বললেন ভোগবতী।

গোপাল বললেন, 'এর কারণ জানতে পারি কি মহারাণী?'

'বলছি ভদ্র। আমায় একটু বিশ্রাম করতে দিন দয়া করে।'

ভোগবতী ক্লান্তভাবে গোপালের পাশে বেদীতে বসে পড়লেন। গোপাল একদৃষ্টে তাঁর নত মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, মুখ সিন্দুর বর্ণ; প্রদীপের আলোয় মনে হলো, অর্ধমুদ্রিত নয়ন ঈষৎ কম্পিত; ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে গোপাল ম্লান স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি কারণে গোপনে এখানে এলেন, আপনার কি অভিপ্রায়?'

এই সময় বাইরের শঙ্খধ্বনি ও রণোল্লাস শোনা গেল।

ভোগবতী বিহ্বল নয়নে গোপালের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনাকে মুক্ত করতে চাই। চলুন ওই চোরাপথে সকলের অজ্ঞাতে আমরা প্রাসাদের বাইরে চলে যেতে পারবো।'

গোপাল হেসে বললেন, 'গোপনে?'

ভোগবতী কম্পিত স্বরে বললেন, 'গোপনে ভদ্র! আমি নিরুপায়!'

গোপাল দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমার বন্দিত্ব বা মুক্তিতে কিছুই এসে যায় না মহারাণী!'

ভোগবতী বিনীত সুরে বললেন, 'আপনি আমার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করুন দেব! আমি গৌড়বঙ্গের রাজসিংহাসন, আমার সকল মর্যাদা আপনার পদতলে স্থাপন করলাম, আমাকে গ্রহণ করে ধন্য করুন।'

গোপাল বললেন শান্তভাবে, 'তা হয় না রাণী! অসম্ভব!'

আকুল আগ্রহে শৃঙ্খলিত গোপালের পদতলে বসে ভোগবতী বললেন, 'গ্রহণ করুন দেব, আমি আপনার পরিচয় জেনে মুগ্ধ, ভিক্ষুনীর কাছে আপনার সকল কীর্তি শুনে আমি অনুতপ্ত, আমায় দয়া করুন!'

গোপাল ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, 'বড় বিলম্ব হয়ে গেছে রাণী। প্রজাদের যে পবিত্র রক্তে আজ তোমার প্রাসাদ ধৌত হতে চলেছে, তার মূল্য তোমাকে দিতে হবে। বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ প্রজাপুঞ্জ আজ আপন শক্তির সন্ধান পেয়েছে তাদের শান্ত করতে পারে, তেমন শক্তি কই?'

ভোগবতী গোপালের শৃঙ্খলিত হাত গ্রহণ করে বললেন, 'তুমি পারো দেব, আমি তোমার শৃঙ্খল মোচনের ব্যবস্থা করছি।'

গোপাল মাথা নেড়ে বললেন, 'হয়তো পারি, তবে আপন শক্তিতে নয় রাণী, বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক নিয়ে সাময়িকভাবে হয়তো বন্ধ করতে পারি, কিন্তু আজীবনের সাধনা জলাঞ্জলি দিয়ে তা পারবো না, অসম্ভব! তার চেয়ে মৃত্যু আমার কাছে শ্রেয়!'

ভোগবতী বললেন, 'আমার প্রেম, আমার আত্মনিবেদনের বিনিময়ে দেব?'

গোপাল স্থির দৃষ্টিতে ভোগবতীর দিকে চাইলেন।

ভোগবতী গোপালের হাত চেপে ধরে আকুল কণ্ঠে বললেন, 'বলো, বলো।'

গোপাল দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'এ তো প্রেম নয়, কামনা আর আত্ম-রক্ষার কৌশল মাত্র।'

ভোগবতী বললেন, 'না না দেব, আমায় বিশ্বাস করো, প্রথম দর্শনেই আমি মুগ্ধ প্রেমাহত!'

গোপাল ইতস্ততঃ করে বললেন, 'আপনি অন্তঃপুরে ফিরে যান, আমি আপনার প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যদি বেঁচে থাকি, আপনি ফিরে যান।'

শঙ্খধ্বনি ও কোলাহল নিকটবর্তী হয়ে আসছে।

ভোগবতী গোপালের পদতলে পড়ে বললেন, 'দয়া করো দেব, দয়া করো!'

গোপালদেব গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে বললেন, 'না না, তুমি চলে যাও, আমার অনুরোধ—তুমি চলে যাও।'

মুহূর্তের মধ্যে পাষণের মত কঠিন হয়ে উঠলো ভোগবতীর মুখ-মণ্ডল। উন্মাদের মত গোপালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিৎকার করে বললেন, 'প্রয়োজনে আমি আমার নিজের জীবন দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি ; রাণীর মর্যাদা, নারীত্বের সম্মান তোমার পায়ে বিলিয়ে দিলাম, তবু তুমি অবজ্ঞা, প্রত্যাখ্যান, অপমান করলে ? নীচ ! অক্ষম ! স্বার্থপর ! তোমার মুখ থেকে আমার আত্মগ্লানি প্রচারিত হতে দেবো না, তোমাকে হত্যা করে নিজের কলঙ্কিত জীবনের অবসান ঘটাবো !'

বস্ত্রমধ্যের গুপ্ত ছুরিকা বের করে শৃঙ্খলিত গোপালকে আক্রমণ করলেন, গোপাল ক্ষিপ্রগতিতে পিছিয়ে গেলেন, ঠিক সেই সময় পশ্চাৎ থেকে মঞ্জুলিকার ছুরিকার আঘাতে ভোগবতী মাটিতে পড়ে গেলেন।

তখন বাইরে কারাদ্বারে চিৎকার শোনা গেল, 'বধ করো রক্ষীদের দ্বার উন্মুক্ত কর '

গোপাল হাঁটু গেড়ে শৃঙ্খলিত হাত দিয়ে ভোগবতীর মাথা তুলে ধরলেন। ভোগবতী তাঁর দিকে চেয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'ক্ষমা করো দেব ! ক্ষ-মা—ক-রো।' ভোগবতীর মৃত্যু হল।

কারাদ্বারে চিৎকার উঠলো, 'জয় প্রজাপুঞ্জের জয়, জয় প্রজাপুঞ্জের জয় !'

মুক্ত ছুরিকা হাতে মঞ্জুলিকা কারাদ্বারের দিকে গেল। মদন রক্তাক্ত অসি হাতে প্রবেশ করতেই, মঞ্জুলিকা উন্মত্তের মত আক্রমণ করতে গেল।

মদন চিৎকার করে বললে, 'আমি, আমি মঞ্জুলিকা ! ক্ষান্ত হও।'

বাইরে জয়ধ্বনি, 'জয় প্রজাপুঞ্জের জয়, জয় গোপালদেবের জয় !'

মদন মঞ্জুলিকাকে প্রশ্ন করলো, 'গুরুদেব ?'

'চলো,' বলে মঞ্জুলিকা তাকে গোপালের বেদীর দিকে নিয়ে গেল।

গোপালদেব ভোগবতীর মৃতদেহ বেদীর ওপর রেখে সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বিষণ্ণ মুখে। মদন গোপালের শৃঙ্খল মোচন করে পদধূলি নিল।

গোপাল মৃত ভোগবতীকে দেখিয়ে বললেন, 'তোমার শুশ্রুষার কীর্তি। আমার দেহরক্ষার কর্তব্য পালন করেছে।'

মঞ্জুলিকা মদনের দিকে চেয়ে বললো, 'কি করবে, রাক্ষসী শৃঙ্খলিত দাদাকে আক্রমণ করেছিল যে!'

গোপাল বললেন, 'ঠিকই করেছ বোন!' হেসে বললেন, 'কিন্তু রাণীর জানা ছিল না, আমার পরিচ্ছদের নিচে তাম্রনির্মিত বর্ম আছে, ভেদ করা ছুরিকার কর্ম নয়। হতভাগিনী!'

মদন হেসে উঠলো, মঞ্জুলিকা যেন একটু ম্রিয়মান।

গোপাল বললেন, 'তোমরা কাছে এসো।'

মদন, মঞ্জুলিকা কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মঞ্জুলিকার হাত নিয়ে মদনের হাতের ওপর রেখে বললেন, 'এই নাও মদন অমূল্য রত্ন, যত্নে রেখো।'

তারা নতজানু হয়ে দুজনে গোপালের পায়ের ধূলা নিল।

গোপাল তাদের দুজনের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, 'সুখী হও, দীর্ঘায়ু হও।'

তারা রাণীর মৃতদেহের দিকে চাইলো। গোপাল তাদের দুজনের দিকে চেয়ে বললেন, 'আর একটি কর্তব্য তোমাদের দুজনকে দিচ্ছি, রাজপুরোহিত ডেকে তাঁর পরামর্শে সসম্মানে রাণীর মৃতদেহের সৎকার করে আমায় খবর দেবে। এখন আমরা বাইরে যাই চলো, দুজন বিশ্বাসী লোককে এখানে মৃতদেহ রক্ষার দায়িত্ব দাও মদন।'

॥ ৩ ॥

প্রজাবিদ্রোহের দু'তিনদিন গত হবার পর রাজপ্রাসাদ জনশূন্য, পথঘাট জনশূন্য, থমথমে রাজধানী। রাজসভার সুসজ্জিত রূপ নেই; ভগ্ন স্তম্ভ, বিশৃঙ্খল বিলাসদ্রব্যসামগ্রী চারিদিকে ছড়ানো; যেন প্রলয়ের মধ্যে প্রাসাদ অভ্যন্তরে বাইরে সবই ওলট-পালট হয়ে গেছে। প্রাসাদ-উদ্যানের গাছপালাও প্রলয়ের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। গৌড়বঙ্গের

সেই বিধ্বস্ত রাজসভায় আজ প্রকৃতিপুঞ্জের বিশেষ সভা বসেছে। আসনগুলিতে উপবিষ্ট বৃদ্ধ বলরাম, গোবিন্দমাণিক্য, গর্গদেব, শান্তিদেব ও অন্যান্য গ্রামপতি, মণ্ডলাধিপতি; এছাড়া কর্ষক প্রতিনিধি, যুবা প্রতিনিধি, বৌদ্ধবিহার প্রতিনিধি, নারায়ণ মন্দির প্রতিনিধি, সাধারণ নাগরিক প্রতিনিধি। অতি সাধারণ গ্রাম্য কার্পাসবস্ত্র পরিহিত সাধারণের, রাজসভায় উপস্থিতি অস্বাভাবিক লাগছে, চারিদিকের দ্বার উন্মুক্ত, কোন দ্বারী-প্রতিহার নেই।

ভীম ও তার অনুচরেরা জয়ন্তদেব ও ভৃগুকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে প্রবেশ করলো।

জয়ন্তদেব হতাশার স্বরে বললেন, 'গর্গদেব! বিদ্রোহের সময় আমি তোমাদের বিরুদ্ধে না গিয়ে সাহায্য করেছিলাম, তার পুরস্কার কি মৃত্যুদণ্ড?'

গর্গদেব বললেন, 'উপায় নেই জয়ন্তদেব! তোমার পূর্বকৃত অপরাধ প্রজাপুঞ্জ ক্ষমা করতে চায় না, তাদের সকলের বিচারে তোমার দণ্ড হয়েছে, আমার কিছুই করার নেই।'

জয়ন্তদেব বললে, 'কিন্তু এ কোন ন্যায় নীতি; সাহায্যের প্রতিদানে মৃত্যুদণ্ড।'

গর্গদেব বললেন, 'জয়ন্তদেব, প্রজাপুঞ্জ তাদের বন্ধুদের ভাল করেই চেনে, কার কি উদ্দেশ্য তাদের কাছে আচরণে স্পষ্ট হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ না, তুমি ওখানে শৃঙ্খলিত, অথচ মহাসন্ধিবিগ্রাহিক এখানে আমত্যের আসনে উপবিষ্ট।'

ভৃগু কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'প্রভু, আমার কি হবে: বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।'

গর্গদেব বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক, নীচ তোমার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে অক্ষয় নরক লাভ।'

ভৃগু উচ্চস্বরে কেঁদে বললে, 'এ্যাঁ, ব্রহ্মহত্যা! আমায় মেরে ফেলবে!' সে বসে পড়লো মাটিতে।

গর্গদেব আদেশের সুরে বললেন, 'ভীম, এদের নিয়ে যাও এখান থেকে, কাল প্রভাতে এদের শিরচ্ছেদের আদেশ পালন করবে।'

ভৃগুকে চুল ধরে তুলে ভীম বললে, 'চল ভীরু কীট, চল।'

জয়ন্তদেব ও ভৃগুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ভীমের অনুচরেরা।

গর্গদেব বললেন, 'গোপাল এখনও এলেন না কেন? যাও, কেউ খবর নিয়ে এসো।'

দু'জন বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

কিছুক্ষণ পর অতি সাধারণ পোশাকে, অবসন্ন ভঙ্গিমায়, ধীরে ধীরে গোপাল প্রবেশ করলেন সভাকক্ষে। সকলে উঠে দাঁড়ালো। গর্গদেব ঘোষণা করলেন, 'পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ গোপাল জয়তু!'

বিস্মিত হয়ে গোপাল বললেন, 'এর অর্থ কি গর্গদেব?'

গর্গদেব সহজভাবে বললেন, 'আমরা সমগ্র প্রজামণ্ডল, প্রকৃতিপুঞ্জ, শান্তিদেব, গোবিন্দমাণিক্য, বলরাম প্রভৃতি সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সভায় ইতঃপূর্বে আপনাকে গৌড়বঙ্গের রাজাধিরাজ নির্বাচিত করেছি। প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরোধ, আপনি ওই সিংহাসনে উপবেশন করুন।'

গোপাল ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'বন্ধুগণ, এ সম্বন্ধে পূর্বেই আমার মতামত নেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি।'

শান্তিদেব বললেন, 'আমরা আশা করেছিলাম গোপাল, এবং আমাদের বিশ্বাস ছিল প্রকৃতিপুঞ্জের এই সিদ্ধান্তে আপনি দ্বিমত হবেন না।'

গোপাল বললেন অনুনয়ের সুরে, 'বন্ধুগণ, আমি এখন সম্পূর্ণ অক্ষম, আপনারা কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করুন, আমার অনুরোধ।'

শান্তিদেব বললেন দৃঢ়ভাবে, 'যোগ্য ব্যক্তি! আপনার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি গৌড়বঙ্গে মিলবে না।'

গোপাল হাতজোড় করে বললেন, 'শান্তিদেব, আমি অবসন্ন,

রাজকার্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। দীর্ঘদিন আপনাদের সেবা করেছি, এখন আমি আপনাদের কাছে অবসর চাই।'

গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'ছিঃ গোপাল, রাঢ় গৌড়বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সন্তান হয়ে তুমি আজ আত্মসুখের কথা ভেবে এই দুর্দিনে অবসর নিতে চাও? গুর্জর, দ্রাবিড়, তিব্বতী প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে তুমি তোমার মাতৃভূমিকে কর্ণধারহীন করতে চাও, এই তোমার দেশপ্রেম!'

শান্তিদেব বললেন, 'আজ সমগ্র প্রকৃতিপুঞ্জের সংঘবদ্ধ শক্তি আপনার আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। সমগ্র প্রজামণ্ডলের ভালবাসার দাবী উপেক্ষা করবেন, এই আপনার প্রজা-প্রীতি?'

গোপাল লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না না বন্ধুগণ, আমায় ভুল বুঝবেন না, প্রয়োজনে আমি মাতৃসেবায় প্রাণ বলি দেবো।'

গর্গদেব বিরক্তস্বরে বললেন, 'গোপাল, তোমার দুর্বলতার সন্ধান যদি আগে পেতাম, তাহলে মন্দির ছেড়ে আমি রাজনীতিতে আশ্রয় নিতাম না। মনে মনে তোমাকে আদর্শ সম্রাট-স্বপ্নে বিভোর ছিলাম, কিন্তু আজ তোমার দুবলতা লক্ষ্য করে আমার সকল আশা নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। আজ আমি দেখতে পাচ্ছি, দেশের আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যাকে সূর্যের কল্পনা করেছিলাম সারা ভারতবর্ষে, ঘন-তমিস্রার মধ্যে তো ক্ষণিক বিদ্যুৎ ঘর্ষণে উৎপন্ন সাময়িক শক্তিস্ফুরণ।'

গোপাল ম্লান হেসে বললেন, 'শক্তির সীমা আছে গর্গদেব।'

গর্গদেব ক্ষোভে বললেন, 'কিন্তু গোপাল, তুমি আমার স্বপ্ন বিফল করে দিতে চলেছো। যে স্বপ্নের জ্যোতিতে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এক বিরাট শস্যসম্পদপূর্ণ মহাদেশ,—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়, এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান, দেশে-বিদেশে সমুদ্রের অপর পারেও যার বিস্তার, সেই গৌরবমণ্ডিত স্বপ্নসৌধ যে ধূলিসাৎ হবে তোমার দুবলতায়, এ আমার স্বপ্নাতীত। আমায় বিদায় দাও ভাই, মন্দিরে ফিরে যাই, তোমার বৈষ্ণবী মন, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, গৌড়বঙ্গের অমঙ্গলের কারণ হবে।'

গোপাল গর্গদেবের হাত ধরে বললেন, 'প্রিয় বন্ধু, আমায় ভুল বুঝো না। আমরণ আমি তোমাদের সেবায় থাকবো। কিন্তু যে যৌবনশক্তি তোমার স্বপ্ন সফল করতে পারে তা আমার অবশিষ্ট নেই; আমি আজ ক্লান্ত অবসন্ন। দ্বিতীয়তঃ যে রাজসিংহাসনের ওপর যুগ যুগ ধরে আত্মকলহের অভিশাপ জমা হয়ে আছে, তার বিষদংশনে হয়তো আমার আজীবনের আদর্শ লুপ্ত হবে। সেবার সুযোগ হারাবো, ভালবাসার জোয়ার ভক্তির বালুকায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। আমায় ক্ষমা করুন, আপনারা অন্য ব্যক্তি নির্বাচিত করুন।'

সভাস্থল নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল, সকলে মাথা নিচু করে চিন্তাকুল। কেউ কেউ উঠে বাইরের দিকে গেল। গর্গদেব গোপালের হাত ধরে বললেন, 'আসন গ্রহণ করো গোপাল, তুমি ক্লান্ত।'

সকলে তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনারত নিম্নস্বরে।

এমন সময় একজন সংবাদ দিলে, 'মহারাণী দেদ্দাদেবী সভায় আসছেন।'

গোপাল প্রফুল্ল মুখে আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন।

বর্শাফলকে একটি ভীষণ আকার ব্যাঘ্রমুণ্ড নিয়ে বীর পদভরে সভায় প্রবেশ করলো ধর্ম, পশ্চাতে দেদ্দাদেবী।

ধর্ম ডাকলো, 'পিতা পিতা!'

ত্বরিতপদে গোপাল এগিয়ে গিয়ে ধর্মকে জড়িয়ে ধরলেন, দেদ্দাদেবী নত হয়ে পদধূলি নেবার সময় তাঁর মাথায় হাত রাখলেন।

গোপাল হেসে বললেন, 'ধর্ম, তোমার বর্শাফলকে ব্যাঘ্রমুণ্ড কেন পুত্র?'

ধর্ম বললে, 'এই হিংস্র পশু পথিমধ্যে মাতাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। সেটাকে হত্যা করে এই মুণ্ড আপনাকে উপহার দিতে এনেছি।' মুণ্ডটি গোপালের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলো।

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, 'ধন্য ধন্য উপযুক্ত পুত্র।'

দেদ্দাদেবী গোপালের দিকে চেয়ে বললেন, 'বাইরে প্রজারা

শোকাচ্ছন্ন আমাকে আবেদন করলো, রাণীমা আমাদের রক্ষা করুন, গোপালদেব চলে গেলে আমরা পিতৃহীন হবো, আবার দুর্দিন ফিরে আসবে। রক্ষা করুন রাণীমা! ব্যাপার কি স্বামী?'

গোপাল একটু হাসলেন।

গর্গদেব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'শান্তিদেব, আর চিন্তা নেই।' ধর্মের সামনে এসে তাকে দেখতে দেখতে বললেন, 'এই তো আমার কল্পপুরুষ, প্রশস্ত কপালে রাজটীকা লক্ষণযুক্ত, বিষস্কন্ধ, সিংহকোটি, শ্যেনদৃষ্টি, বজ্রকঠোর অবয়ব! আমার স্বপ্নের সম্রাটমূর্তি। গোপাল! আমাদের অনুরোধ, না না আদেশ প্রকৃতিপুঞ্জের, তুমি এই মুহূর্তে মহারাণীকে নিয়ে রাজসিংহাসনে আরোহণ করো। তোমার পুত্র ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট ধর্মপাল, আমার স্বপ্ন সম্পূর্ণ সার্থক করতে সক্ষম হবে। আজ থেকে আমি তোমাদের পিতাপুত্রের সেবায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি নারায়ণের নামে।'

গোপাল তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নত করলেন।

দেদ্দাদেবী বললেন, 'প্রকৃতিপুঞ্জের আদেশ আমাদের শিরোধার্য দেব!'

গোপাল বললেন, 'আদেশ মেনে নিলাম গর্গদেব। কিন্তু আজকের এই স্মরণীয় দিনের কথা ভুলে আমারই বংশধররা রাজ-অহঙ্কারে মত্ত হয়ে প্রজাপুঞ্জের প্রতি অবিচার করবে হয়তো।'

গর্গদেব হেসে বললেন, 'অত দূরের কথা চিন্তা করো না বন্ধু, গৌড়বঙ্গের প্রজাপুঞ্জ কুশাসন সহ্য করে না, বিশ্বাস রাখো। তোমরা সিংহাসনে উপবেশন করো।'

দুজনে আসন গ্রহণ করার পর মদন এসে তার তরবারি খুলে গোপালের পায়ের কাছে রাখলো, মঞ্জুলিকা একটি শ্বেতপদ্মকলিকা দেদ্দাদেবীর হাতে দিয়ে প্রণাম করলো। শঙ্খধ্বনি ও জয়ধ্বনি শোনা গেল চারিদিকে।

শান্তিদেব বললেন চিৎকার করে, 'গণপ্রিয় গোপালের জয় হোক!'

সকলে তাই বললে।

ভিড় ঠেলে শিল্পী ধীমান হাতে বুদ্ধমূর্তি নিয়ে এগিয়ে এসে বললে, 'গোপাল! গোপাল! তুমি শেষে রাজা হলে?'

গোপাল তাকে হাতের ইশারায় ডেকে বললেন, 'ধীমান, তুমি এসেছো, আমার উপহার কই?'

ধীমান বুদ্ধমূর্তি দেখালো, গোপাল দেদ্দাদেবীর দিকে চেয়ে তাঁকে দেবার ইঙ্গিত করলেন। ধীমান গিয়ে দেদ্দাদেবীর হাতে মূর্তি দিয়ে বললেন, 'এই নাও বোন, আমার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে এই অমিতাভ রূপ ফুটিয়ে তুলেছি। কিন্তু বোন, শিল্পীর দিগ্বিজয়ের সুযোগ করা চাই, তবেই তো রাজা হওয়া।'

গোপাল বললেন, 'আমার বন্ধু কৈবর্তকুলতিলক ভীম তোমার সাগর যাত্রা সোজা করে দেবে চিন্তা নেই। এখন বিশ্রাম করবে এসো।'

ধীমান বললেন, 'কোথায়?'

'কেন, প্রাসাদে।' বললেন গোপাল।

ধীমান হেসে বললেন, 'প্রাসাদে! সর্বনাশ, ওটা আমার সইবে না ভাই, আমি আসি এখন, পরে আসবো।'

কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল ধীমান, কোনদিকে না চেয়ে। তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে গোপাল ও দেদ্দাদেবী হাসলেন, অন্য সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

গর্গদেব বললেন, 'গোপাল, তোমার অভিষেক উপলক্ষে চিত্রলেখা একটি সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেছে। যদি আদেশ দাও, তাকে আহ্বান করি।'

গোপাল বললেন, 'তোমার আদেশই যথেষ্ট গর্গদেব!'

গর্গদেব হাতের ইঙ্গিত করায় অন্তরাল থেকে চিত্রলেখা ও তার সকল সহযোগীরা প্রবেশ করলো। গায়ক, মৃদঙ্গবাদক, বীণাবাদক আসনে উপবেশন করে সকলকে প্রণাম জানালো। চিত্রলেখা সিংহাসনের সম্মুখে গিয়ে মস্তক নত করলে।

গোপালদেব বললেন, 'দেবী, নৃত্য আরম্ভ করে আমাদের সকলকে আনন্দ দিন।'

হাসিমুখে চিত্রলেখা সহযোগীদের ইঙ্গিত করে যথারীতি সঙ্গীত শুরু করলো। নৃত্যের মধ্যে সকলে 'সাধু! সাধু!' বলে সঙ্গীত উপভোগ করলেন। নৃত্যশেষে চিত্রলেখা নৃত্যের ভঙ্গিতে সকলকে প্রণাম জানালো। সভায় সমাপ্তি ঘোষণা করে গর্গদেব সকলকে নমস্কার করলেন। সকলে ধীরে ধীরে সভা ত্যাগ করলো হৃষ্টচিত্তে।